

পারা
১৫সূরা বনী ইসরাঈল
মক্কাবতীর্ণبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম
পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামেআয়াত : ১১১
রুকু : ১২মঞ্জিল
৪

سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ

১। সুবহা-নাল্লাযী ~ আস্র- বি'আবদিহী লাইলাম মিনাল মাসজ্জিদিল হার-মি ইলাল মাসজ্জিদিল
(১) মহিমাময় তিনি যিনি স্বীয় বান্দাহকে রাতে ভ্রমন করিয়েছিলেন মাসজিদুল হারাম হতে মাসজিদুল আকছায় :

الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝

আকছোয়াল্লাযী বা-রকনা হাওলাহু লিনুরিয়াহু মিন্ আ-ইয়া-তিনা; ইন্নাহু হুঅস সামী'উল বাহীর্। ২। অ
যার চতুর্পাশ্ব বরকতময় করেছি: যেন আমি তাঁকে কিছু নিদর্শন দেখাতে পারি, নিশ্চয়ই তিনি শুনে, দেখে। (২) মুসাকে

آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ أَلَّا يَتَّخِذُوا مِنْ

আ-তাইনা- মুসাল্ কিতা-বা অজ্বা'আল্না-হু হুদাল্লাবানী ~ ইসরা — ঈলা আল্লা-তাওয়াখিযু মিন্
কিতাব দিলাম, এবং তাকে বনী ইস্রাঈলের পথ প্রদর্শক করেছি- যে তোমরা আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে কমবিধায়ক

دُونِي وَكِيلًا ۝ ذُرِّيَّةً مِنْ حِمْلِنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ۝

দুনী অকীলা-। ৩। যুররিয়াতা মান্ হামাল্না-মা'আ নূহ; ইন্নাহু কা-না 'আবদান্ শাকূর-। ৪। অ
বানিও না। (৩) হে নূহের সঙ্গে যাদেরকে উঠিয়েছি তাদের সন্তানেরা! নিশ্চয়ই সে তো ছিল কৃতজ্ঞ বান্দাহ। (৪) আমি

قَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَ

ক্বায্যোয়ইনা ~ ইলা-বানী ~ ইস্র — ঈলা ফিল্ কিতা-বি লাফুসিদুনা ফিল্ আরদ্বি মাররাতাইনি অ
বনী ইস্রাঈলকে কিতাবের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, তোমরা নিঃসন্দেহে যমীনে দুবার বিপর্যয় সৃষ্টি করবে ও

টীকা : (১) এখানে নবী কারীম (ছঃ)এর মি'রাজ গমনের ঘটনার প্রতি ইংগিত রয়েছে।

মি'রাজ সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ রাসূলে কারীম (ছঃ) হাতীমে কা'বা অথবা হাজরে আসওয়াদ বা কৃষ্ণপাথরের নিকটে কোথাও শয়নাবস্থায় ছিলেন। হযরত জিবরাঈল (আঃ) এসে তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করেন এবং ঈমানে পরিপূর্ণ একখানা স্বর্ণ পাঠে ধৌত করে পূর্ববৎ ঠিক করে দিলেন। অতঃপর গর্ভবের চেয়ে বড় খচ্চরের চেয়ে ছোট একটি উজ্জ্বল শ্বেত বর্ণের সওয়ারী যাকে 'বোরাক' বলা হয় সওয়ারী হিসেবে উপস্থিত হল, যার গতিবেগ ছিল দৃষ্টি সীমা রেখার বাইরে। এতে আরোহণ করে রাসূলুল্লাহ (ছঃ) অগ্রসর হলেন। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেন, পথে এক বৃদ্ধার সাথে আমার দেখা হল, আর একটি বস্তু আমাকে যুঁকে ডাকছিল এবং আর একটি জীব আমাকে সালাম দিল। রাস্তার তিন জায়গায় আমাকে নামায পড়ানো হয়েছে : ১ম, মদীনায এবং বলা হয়, এটি আপনার হিজরতগাহ বা প্রবাস স্থান, ২য় সীনাই পর্বতে এবং বলা হয় যে, এটি হযরত মুসা (আঃ) ও আল্লাহর কথাপোকথনের স্থান; ৩য় বাইতুল মুকাদ্দাসে এবং বলা হয় যে, এখানে হযরত ঈসা (আঃ) ভূমিষ্ট হয়েছিলেন। অতঃপর বাইতুল মুকাদ্দাসের সে পাথরের ছিদ্রের সাথে আমার বোরাক বাঁধা হল, যেখানে নবীদের সওয়ারী বাঁধা হত। তারপর আযান দেয়া হল, আর জিবরাঈল (আঃ) নবী কারীম (ছঃ)-কে ইমাম বানালেন এবং সমস্ত নবী তাঁর (ছঃ) পেছনে নামায পড়লেন। সেখান থেকে তাঁকে ১ম আসমানে আরোহণ করানো হল, অতঃপর ২য়, ৩য় ও ৪র্থ আসমানে তদ্রূপ সপ্তম আসমান পর্যন্ত নেয়া হল এবং প্রত্যেক আসমানের দরজা খোলার সময় জিজ্ঞেস করা হত। "কে এবং তোমার সঙ্গে কে?" উত্তরে বলা হত "জিবরাঈল এবং আমার সঙ্গী হযরত মুহাম্মদ (ছঃ)। তিনি সপ্তম আসমানে বায়তুল মামুরের প্রাচীরে হেলান দেয়া অবস্থায় হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কেও দেখতে পান এবং অন্যান্য আসমানসমূহেও অন্যান্য নবীদের সাথেও তার সাক্ষাৎ হয়। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেন, আমি বাইতুল মামুরে নামায আদায় করেছি; এটি সেই পবিত্র স্থান যেখানে দৈনিক সত্তর হাজার ফেরেশতা তওয়াফ করেন যারা পুনরায় তওয়াফ করার সুযোগ পান না।

لَتَعْلَمَنَّ عُلُوَّ الْكِبِيرِ ۝ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَىٰ

লাতা'ল্লা উলূ'অন্ কাবীর - ১৫। ফাইয়া- জ্বা — যা ওয়া'দু উলা-হুমা-বা'আছনা- 'আলাইকুম্ ইবাদাল্ লানা ~ উলী
বড় দাষ্টিকতা দেখাবে (২)। (৫) অতঃপর প্রথমটির সময় যখন আসল তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে আমার যোদ্ধা

بَاسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَلِ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ۝ ثُمَّ رَدَدْنَا

বা'সিন্ শাদীদিন্ ফাজ্বা-সু খিলালাদিয়া-রু; অকা-না অ'দাম্ মাফ্ 'উলা-। ৬। ছুমা রদাদনা-
বান্দাহ প্রেরণ করেছি, তারা ঘরে ঘরে ঢুকে ধ্বংস করেছিল, এটি কার্যকরী ওয়াদা। (৬) পরে আমি তোমাদেরকে তাদের

لَكُمْ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ۝

লাকুমুল্ কাররতা 'আলাইহিম্ অআমদাদনা-কুম্ বিআম্ ওয়া- লিও অবানীনা অজ্বা'আলনা-কুম্ আকছার নাফীর-।
ওপর পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করলাম, এবং তোমাদেরকে ধন ও সন্তান দিয়ে সাহায্য করলাম, এবং তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করলাম।

۝ إِنِ احْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لَا تَنْفَكُوا ۝ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۝ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ

৭। ইন্ আহ্সানুতুম্ আহ্সানুতুম্ লিআনফুসিকুম্ অ ইন্ আসা'তুম্ ফালাহা-; ফা ইয়া-জ্বা — যা ওয়া'দুল্ আ-খিরতি
(৭) তোমরা সৎকর্ম করলে নিজেদের জন্যই কল্যাণ, মন্দ করলে তাও নিজেদের জন্যই করবে। তার পর যখন দ্বিতীয় সময়

لَيْسَ أَوْ جَوْهَرًا وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا ۝ مَا عَلِمُوا

লিয়াস্ — যু উজ্ব হাকুম্ অলিইয়াদখুলুল্ মাসজিদা কামা-দাখালু আউঅলা মাররাতিও অলিইয়ুতাবিরু মা- 'আলাও
উপস্থিত হল, যেন তোমাদের চেহারা বিকৃত করে দেয় এবং মসজিদে প্রবেশ করে, যেভাবে তারা প্রথমবার প্রবেশ করেছিল

تَنْبِيرًا ۝ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ ۝ وَإِنْ عُدْتُمْ عَنْ نَّامِ جَهَنَّمَ

তাত্বীরা-। ৮। 'আসা রব্বুকুম্ আই ইয়ারহামাকুম্ অ ইন্ 'উততুম্ 'উদনা-। অ জ্বা'আলনা- জ্বাহান্নামা
এবং যেন সাধ্যমত বিনাশ করে ফেলে। (৮) তোমাদের রব তোমাদেরকে দয়্য করবেন; কিন্তু তোমরা যদি পুনরাবৃত্তি কর, তবে তিনিও

لِلْكَافِرِينَ ۝ حَصِيرًا ۝ إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ يُهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَامٌ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ

লিল্ কা-ফিরীনা হাছীর-। ৯। ইন্না হাযা-ল্ কুরআ-না ইয়াহ্দী লিল্লাতী হিয়া আক্ অমু অ ইয়ুবাশশিরুল্ মু'মিনী নাল্লা
করবেন; কাফেরদের জন্য জাহান্নামকে আমি কয়েদখানা করলাম। (৯) নিশ্চয়ই এ কোরআন এমন সুদৃঢ় পথের সন্ধান দেয়

الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ ۝ أَنْ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۝ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُوْئُونَ

যীনা ইয়া'মালূনাহু হোয়া-লিহা-তি আন্না লাহুম্ আজ্ব রান্ কাবীরা-। ১০। অ আন্না লায়ীনা লা-ইয়ু'মিনূনা
এবং এমন মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যারা নেক আমল করে, তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার। (১০) আর যারা পরকালের প্রতি

بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ وَيَذَرُ الْإِنْسَانَ بِالْشَّرِّ دَعَاءً

বিল্আ-খিরতি আ'তাদনা-লাহুম্ 'আযা-বান্ আলীমা-। ১১। অ ইয়াদ্ 'উল্ ইন্সা-নু বিশ্শাররি দু'আ — যাহু
ইমান রাখে না, তাদের জন্য আমি মর্মভূদ শাস্তি তৈরি করে রেখেছি। (১১) আর মানুষ অকল্যাণ কামনা করে, যেমন সে

ওয়াকুফে লাহিমে

১০
১
রুকু

بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ۝ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا

বিল্ খইর; অকা-নাল্ ইন্সা-নু 'আজ্জুলা- ১২। অ জ্বা'আল্‌নাল্ লাইলা অন্নাহা-রা আ-ইয়াতাইনি ফামাহাওনা ~ কামনা করে কল্যাণ। মানুষ খুবই চঞ্চল। (১২) আর রাত ও দিনকে আমি দুটি নিদর্শন করেছি; রাতের নিদর্শনকে

آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا

আ-ইয়াতাল্লাইলি অ জ্বা'আল্‌না ~ আ-ইয়াতান্নাহা-রি মুবছিরাতাল্লিতাব তাও ফাদ্লাম্ মির্ রব্বিকুম্ অ লিতা'লাম্ করেছি নিশ্চয় ও দিনের নিদর্শনকে করেছি দর্শনযোগ্য, যেন তোমরা আপন রবের অনুগ্রহ খুঁজতে পার, আর যাতে

عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصْلَنَّهُ تَفْصِيلًا ۝ وَكُلُّ إِنْسَانٍ

'আদাদাস্ সিনীনা অল্‌হিসা-ব; অকুল্লা শাইয়িন্ ফাহুছোয়াল্‌না-হু তাফছীলা- ১৩। অকুল্লা ইন্সা-নিন্ তোমরা বছর গণনার হিসাবও জানতে পার; প্রতিটি বস্তু আমি ব্যাখ্যা করেছি। (১৩) আর আমি প্রতিটি মানুষের

الزَّمَنَ طَيْرَهُ فِي عَنَقِهِ ۖ وَنَخْرُجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا *

আল্‌যাম্‌না-হু ত্বোয়া — যিরাহু ফী উনুক্‌হু; অনুখরিজু লাহু ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি কিতাবাই ইয়াল্‌কু-হু মানশূর-। কৃতকর্মকে তার জন্য গলার হার করে রেখেছি; আর কেয়ামতের দিন আমি তার জন্য বই বের করব; যা সে খোলা পাবে।

۝ اِقْرَأْ كِتَابَكَ ۖ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۝ مِّنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا

১৪। ইক্‌র' কিতা-বাক্; কাফা-বিনাফসিকাল্ ইয়াওমা 'আলাইকা হাসীবা- ১৫। মানিহুতাদা- ফাইন্নামা- (১৪) বই পাঠ কর, আজ তোমার হিসেবের জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট। (১৫) যে সুপথ অবলম্বন করে, তা তো তার

يَهْتَدَىٰ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ

ইয়াহুতাদী লিনাফসিহী অ মান্ ঘোয়াল্লা ফাইন্নামা-ইয়াহ্‌লিল্ 'আলাইহা-; অলা-তযিরু ওয়া-যিরাতুও ওয়যির্ উখর-; নিজের কল্যাণের জন্যই; যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হয়, সেও তার অমঙ্গলের জন্য হয়; কেউ কারো বোঝা নিবে না; কোন রাসূল

وَمَا كُنَّا مَعَهُ يَوْمَ يُنْفَخُ الرُّسُلُ ۚ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا

ওমা-কুল্লা মু'আযযিবীনা হাত্তা-নাব'আহা রসূলা- ১৬। অইয়া ~ আরদুনা ~ আন্ নুহলিকা ক্বারইয়াতান্ আমার্না- না পাঠিয়ে শাস্তি দেই না। (১৬) আর যখন আমি ধ্বংস করতে চাই কোন জনপদ তখন বিত্তবানদেরকে সংকাজের আদেশ করি;

مَتَرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا ۝ وَكَمْ أَهْلَكْنَا

মুতরাফীহা-ফাফাসাকু ফীহা-ফাহাকু ক্বা 'আলাইহাল্ ক্বওলু ফাদাম্মার্নাহা-তাদমীর- ১৭। অকাম্ আহ্লাক্‌না- তখন তারা বিপর্যয় করে; ফলে তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ খাড়া হয়, আর আমি তখন তাদেরকে ধ্বংস করে দেই। (১৭) আর নূহের পর

শানেনুযূল : আয়াত-১৫ : অলীদ ইবনে মুগীরা কাফেরদেরকে বলে বেড়াতে, তোমরা আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাদের সকল পাপ বহন করে নিব। তখন এই মর্মে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। একদা নবী কারীম (ছঃ)-এর নিকট হযরত খাদীজা (রাঃ) মুশরিকদের মৃত শিশু সন্তানদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তারা কি জান্নাতে প্রবেশ করবে না কি জাহান্নামে যাবে? নবী কারীম (ছঃ) বললেন, এ সিদ্ধান্ত তাদের পিতার অনুকূলে হবে- পিতা যদি ভাল হয়, তবে তারা ভাল আর যদি মন্দ হয়, তবে তার মন্দ হবে। পরে এ আয়াত অবতীর্ণ হয় অর্থাৎ নিষ্পাপ শিশুদের কোন শাস্তি হবে না।

مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبٍ عِبَادِهِ خَبِيرًا ۝١٥

মিনাল্ কুরূ নি মিম্ বা'দি নূহ; অকাফা- বিরব্বিকা বিয়ুনূবি 'ইবাদিহী খবীরম্ বাছীর-। ১৫। মান কত জনজীবন আমি ধ্বংস করে দিয়েছি; আর আপনার রবই তাঁর বান্দাদের পাপ জানার ও দেখার জন্য যথেষ্ট। (১৫) দুনিয়ার

كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثَمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ

কা-না ইয়ুরীদুল্ 'আ-জ্বীলাতা 'আজ্জালনা- লাহু ফীহা- মা-নাশা — যু লিমান্ নুরীদু ছুমা জ্বা'আলনা- লাহু জ্বাহান্নামা যে কেউ আশু সুখ কামনা করলে যাকে যা ইচ্ছা এখানেই সত্ত্ব দিয়ে থাকি। পরে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করি, সে

يَصْلَاهَا مِنْ مَّوْمَانٍ مَّذْهُورًا ۝١٦ وَمَن أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ

ইয়াছলা-হা-মায়ুম্মাম্ মাদ্হুর-। ১৬। অমান্ আর-দাল্ আ-খিরতা অসা'আ-লাহা-সা'ইয়াহা-অ হুত লাক্ষিত ও বিতাড়িত হয়ে প্রবেশ করবে। (১৬) আর যে পরকাল চায়, এবং তার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে এবং

مُؤْمِنٌ فَإِنَّكَ كَانَ سَعِيمٌ مَّشْكُورًا ۝١٧ كَلَّا نَبْدُ هُوَ لَا وَهُوَ لَا مِن عَطَاءٍ

মু'মিনূ ফাউলা — যিকা কা-না সা'ইয়হুম্ মাক্কুরা-। ১৭। কলান্নু মিদ্ হা ~ উলা — যি অহা ~ উলা — যি মিন্ 'আত্বোয়া — যি সে ঈমানদারও বটে; এমন লোকদের চেষ্টাই স্বীকৃত। (১৭) আপনার রবের দান হতে এদেরকে এবং ওদেরকে সাহায্য করি,

رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۝١٨ أَنْظِرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُ عَلَى

রব্বিক্; অমা-কা-না 'আত্বোয়া — যু রব্বিকা মাহজুর-। ১৮। উন্জুর্ কাইফা ফাদ্হোয়ালনা-বা'দ্বোয়াল্হুম্ 'আলা-আর আপনার রবের দান কারো জন্য বন্ধ হয় না। (১৮) আপনি লক্ষ্য করুন, আমি কিভাবে একদলকে অন্য দলের ওপর

بَعْضٍ ۝١٩ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ۝٢٠ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا

বা'দ্ব; অলাল্ আ-খিরতু আক্বারু দারজা-তিও অআক্বারু তাফ্বীলা-। ২০। লা- তাজ্জ'আল্ মা'আল্লা-হি ইলা-হান্ শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি, এবং পরকাল মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ, এবং গুণেও শ্রেষ্ঠ। (২০) তোমরা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন ইলাহ স্থির করও না; এমন

أَخَرٍ فَتَقَدَّمَ مِنْ مَّوْمَانٍ مَّخْذُولًا ۝٢١ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ

আ-খরা ফাতাক্ 'উদা মায়ুম্মাম্ মাখ্বূলা-। ২১। অক্বদ্বোয়া- রব্বুকা আল্লা- তা'বুদু ~ ইল্লা ~ ইয়্যা-হু কর যদি, তবে তুমি নিষিদ্ধ ও অসহায় হবে। (২১) তোমার রব নির্দেশ দিলেন যে, তাঁকে ছাড়া আর কারো ইবাদাত করবে না;

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۝٢٢ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ

অবিলুওয়া-লিদাইনি ইহ্সা-না-; ইম্মা-ইয়াবুলগন্না 'ইন্দাকাল্ কিবার আহাদুহুমা ~ আও কিল্লা-হুমা-ফালা-তাকুল্ পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে; তাদের একজন বা উভয়ই বৃদ্ধ হলে তাদের প্রতি উহু শব্দ পর্যন্ত বলবে না; এবং

لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝٢٣ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ

লাহুমা ~ উফ্ফিও অলা-তান্হরুহুমা- অকুল্ লাহুমা-ক্বওলান্ কারীমা-। ২৩। অখ্ফিদ্ লাহুমা-জ্বানাহায় যুল্লি তাদেরকে ধমক দিবে না; তাদের সঙ্গে সম্মানজনক কথা বলবে। (২৩) এবং তাদের প্রতি সদয় বাহ অবনত করবে এবং

مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ۝ رَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي

মিনার রহমতি অ কুর্ রব্বির হাম্‌হুমা-কামা-রব্বাইয়া-নী ছোয়াগীর-। ২৫। রব্বুকুম্ আ'লামু বিমা-ফী বলবে; হে রব! তাদের প্রতি রহম কর, যেহেতু তারা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছেন। (২৫) রব তোমাদের মনের

نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ۝ وَأَتِ ذَا

নুফুসিকুম্; ইন্ তাকুনু ছোয়া-লিহীনা ফাইন্বাহু কা-না লিল্‌আওঅ-বীনা গফুরা-। ২৬। অ আ-তি যাল কথা জানেন, যদি তোমরা নেক্কার হও তবে তিনি তো মনোযোগীদের প্রতি ক্ষমাশীল। (২৬) নিকটাত্মীয়কে তার

الْقَرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ رِبًّا يَرَىٰ ۝ إِنْ الْمُبْذِرِينَ

কুর্বা হাকু কুহু অলমিস্কীনা অব্বাস্ সাবীলি অলা-তুবায়্যির তাব্বীর-। ২৭। ইন্না'ল মুবায়্যিরীনা হক দাও; মিস্কীন ও পথিককেও তাদের হক দাও। আর তোমরা অপব্যয় থেকে বিরত থাক। (২৭) নিশ্চয়ই অপব্যয়কারী

كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۝ وَإِمَّا تَعْرِضْ عَنْهُمْ

কানু ~ ইখওয়া-নাশ্ শাইয়াত্বীন; অ কা-নাশ্ শাইত্বোয়া-নু লিরব্বিহী কাফুর-। ২৮। অইম্মা-তুরিদ্দোয়ান্না 'আনহুম্ শয়তানের ভাই, এবং শয়তান তার রবের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ। (২৮) আর যদি আপনি কখনও তাদের থেকে ফিরে

ابْتَغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لِمُحَمَّدٍ مِيسُورًا ۝ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ

তিগ — যা রহমতিম্ মির রব্বিকা তারজু-হা- ফাকুল্ লাহুম্ কুওলাম্ মাইসূর-। ২৯। অলা-তারজু'আল্ ইয়াদাকা থাকতে চান আপনার রব হতে অনুগ্রহ পাবার আশায়, তাহলে তাদেরকে মিষ্টি কথা বলে দিন। (২৯) আপনি স্বন্ধে আবদ্ধ

مَغْلُوبَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ۖ

মাগ্বুলাতান্ ইলা- 'উনুক্বিকা অলা-তাবসুতু-হা-কুল্লাল্ বাসুত্বি ফাতাক্ 'উদা মালুমাম্ মাহসূর-। রাখবেন না আপনার হাতকে আবার সম্পূর্ণ খুলেও দিবেন না। তা হলে আপনি নিন্দিত হবেন এবং নিঃস্ব হয়ে পড়বেন।

۝ إِنْ رَبُّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۝

৩০। ইন্না রব্বাকা ইয়াবসুতুর্ রিয়্কা লিমাই ইয়াশা — যু অইয়াকুদিব্; ইন্নাহু কা-না বি'ইবাদিহী খবীরম্ বাশীর-। (৩০) নিশ্চয়ই আপনার রব যার জন্য ইচ্ছা রিয়্কে বাড়িয়ে দেন, আর যার জন্য ইচ্ছা সীমিত করেন, তিনি বান্দাহ সম্পর্কে পরিজ্ঞাত, সর্বদৃষ্ট।

۝ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۖ إِنْ قَتَلْتُمْ

৩১। অলা-তাকু-তুল্ ~ আওলা-দাকুম্ খাশইয়াতা ইমলা-কু; নাহনু নারযুকু হুম্ অ ইয়্যা-কুম্; ইন্না কুতলাহুম্ (৩১) আর অভাবে ভয়ে নিজ সন্তান হত্যা করও না; তাদেরকে ও তোমাদেরকে আমিই রিয়্কে দিই। তাদেরকে হত্যা করা

শানেনুযুল : আয়াত ২৮ঃ কয়েকজন ছাহাবা রাসুল্লাহ (ছঃ)-এর দরবারে গিয়ে সওয়ারী প্রার্থনা করলে রাসুল্লাহ (ছঃ) উত্তর দিলেন, "আমার নিকট কোন সওয়ারি নেই, যার ওপর তোমাদেরকে সওয়ার করাতে পারি।" এতে ছাহাবারা মনক্ষুণ্ণ হয়ে চলে গেলেন, তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আয়াত-৩২ঃ এখানে যিনা হারাম হওয়ার দুটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। একঃ এটি একটি অপ্রীল কাজ। দুইঃ সামাজিক অনাসুপির প্রসার। মহানবী (ছঃ) বলেছেন, সগু আসমান ও যমীন বিবাহিত যিনাকারদের প্রতি লানত করে। জাহান্নামে এদের লজ্জাস্থান হতে এমন দুর্গন্ধ ছড়াবে যে, জাহান্নামীরা অতিষ্ঠ হয়ে পড়বে। বর্তমান বিশ্বে গোলযোগ, চুরি, ডাকাতি, হত্যা ও সন্ত্রাসের যে ছড়াছড়ি, অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে এর অধিকাংশের নেপথ্যে রয়েছে অবৈধ ও অবাধ যৌনাচার। (মাঃ কোঃ)

كَانَ خَطَاً كَبِيرًا ۝ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ وَلَا

কা-না খিত্ব য়ান কাবীর-। ৩২। অলা-তাক্ব রাব্ব যিনা ~ ইন্নাহু কা-না ফা-হিশাহ্; অসা — য়া সাবীলা-। ৩৩। অলা-মহাপাপ। (৩২) তোমরা ব্যাভিচারের নিকটেও যেয়ো না, এটি অশ্লীল ও নিকৃষ্ট পথ। (৩৩) আর যথার্থ কারণ

تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۖ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ

তাক্ব তুলনাফসা ল্লাতী হাররমান্না-হ ইল্লা-বিল্হাক্ব; অমান্ ক্ব তিলা মাজলুমান্ ফাক্বদ্ জ্বা'আল্না-লিঅলিয়্যাহী ছাড়া আল্লাহর নিষিদ্ধ কাকেও তোমরা হত্যা করো না, কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে আমি তার ওয়ারিশকে প্রতিকারের

سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۚ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ۝ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ

সুলত্বায়া-নান্ ফালা-ইয়ুসরিফ্ ফিল্ কতল্; ইন্নাহু কা-না মান্ছুরা-। ৩৪। অলা-তাক্ব রাব্ব মা-লাল্ ইয়াতীমি অধিকার দিয়েছি, তবে সে যেন হত্যার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করে, সে তো সাহায্যপ্রাপ্ত। (৩৪) প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত সদুপায়

إِلَّا بِالتِّي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ

ইল্লা-বিল্লাতী হিয়া আহসানু হাত্তা-ইয়াবলুগা আশুদদাহু অআওফু বিল্ 'আহদি ইন্না'ল্ 'আহ্দা কা-না ছাড়া এতীমের সম্পদের নিকটে যেয়ো না, তোমরা ওয়াদা পূর্ণ করবে, নিশ্চয়ই ওয়াদা সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা

مَسْئُولًا ۝ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ ۚ إِذَا كَلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسَاسِ ۖ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ

মাস্উলা-। ৩৫। অআওফুল্ কাইলা ইয়া কিলতুম্ অযিনু বিল্কিস্ত্বায়া- সিল্ মুস্তাক্বীম্; য়া-লিকা খাইরুও হবে। (৩৫) আর তোমরা মাপার সময় পূর্ণ মাপ দিবে, সঠিক পাল্লায় ওজন দিও; এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণ, আর এর

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَ

অ আহ্সানু তা'ওইলা-। ৩৬। অলা-তাক্ব ফু মা-লাইসা লাকা বিহী 'ইল্ম্; ইন্না'স সাম্'আ অল্ বাছোয়ারা অল্ পরিণাম ফল ভাল। (৩৬) তুমি এমন বিষয়ের অনুসরণ করও না, যে বিষয়ে তোমার জানা নেই, কর্ণ, চক্ষু ও মনসহ প্রত্যেকটির

الْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۝ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ

ফুওয়া-দা কুল্লু উলা — য়িকা কা-না 'আনহু মাস্উলা-। ৩৭। অলা-তাম্শি ফিল্ আরদ্বি মারহান্ ইন্না'কা ব্যাপারে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। (৩৭) আর তুমি যমীনে দম্ভভরে চলো না, তুমি যমীনকে না বিদীর্ণ করতে

لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طَوًّا ۝ كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ

লান্ তাখরিকাল্ আরদ্বায়া অ লান্ তাবলুগাল্ জ্বিবা-লা ত্বূলা। ৩৮। কুল্লু য়া-লিকা কা-না সাইয়্যুহু 'ইন্দা পারবে আর না তুমি পাহাড়ের শৃঙ্গে আরোহণ করতে পারবে। (৩৮) এ সকল অন্যায় কাজ আপনার রবের নিকট

رَبِّكَ مَكْرُوهًا ۝ ذَٰلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۖ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ

রব্বিকা মাক্ৰুহা-। ৩৯। য়া-লিকা মিম্মা ~ আওহা ~ ইলাইকা রব্বুকা মিনাল্ হিকমাহ্; অলা-তাজ্ 'আল্ মা'আল্ অপছন্দনীয়। (৩৯) এটা সেই হিকমতের কথা যা আপনার রব আপনার কাছে প্রেরণ করলেন, আর আপনি আল্লাহর সঙ্গে অন্য

اللَّهُ إِلَهًا آخَرَ فَتَلْقَى فِي جَهَنَّمَ لَوْ مَا مِنْ حُورًا ۝۸۰ أَفَأَصْفَكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ

লা-হি ইলা-হান্ আ-খরা ফাতুল্কা-ফী জাহান্নামা মালুমাম্ মাদুহুর-। ৪০। আফাআছফা-কুম্ রব্বুকুম্ বিলবানীনা কাউকে ইলাহু স্থির করবেন না, করলে নিন্দিত এবং বিতাড়িত হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবেন। (৪০) রব কি তোমাদেরকে পুত্র

وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ تَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ۝۸১ وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي

অত্যাখায়া মিনাল্ মালা — যিকাতি ইনা-ছা-; ইল্লাকুম্ লাতাকুলূনা ক্বুলান্ 'আজীমা-। ৪১। অলাক্বদ্ ছোয়াররফনা ফী বেছে দিয়েছেন। আর তিনি নিজে ফেরেশতাদেরকে কন্যারূপে গ্রহণ করেছেন? তোমরা জঘণ্য কথা বলছ। (৪১) এ কোরআনে

هَذَا الْقُرْآنَ لِيَذْكُرُوا وَمَا يُزِيدُهُمْ إِلَّا نِفُورًا ۝۸২ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ

হা-যাল্ ক্বুরআনি লিইয়ায্য়াক্কর-; অমা ইয়াযীদুহুম্ ইল্লা-নুফূর-। ৪২। ক্বলূ লাও কা-না মা'আহ্ ~ আ-লিহাত্তূ বহু বর্ণনা প্রদান করেছি, তাদের উপদেশ গ্রহণার্থে অথচ এতে তাদের কেবল ঘৃণাই বাড়ল। (৪২) বলুন, তাদের কথামত

كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَا يَتُغَوُّ إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ۝۸৩ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ

কামা-ইয়াক্বুলূনা ইয়াল্ লাব্তাগও ইলা-যিল্'আরশি সাবীলা-। ৪৩। সুব্বা-নাহু অ তা'আ-লা 'আম্মা ইয়াক্বুলূনা তাঁর সঙ্গে আরও ইলাহু থাকলে তারা আরশের মালিকের পথ খুঁজে নিত। (৪৩) তিনি তাদের বক্তব্য হতে পবিত্র,

عَلُوا كَبِيرًا ۝۸৪ تَسْبِيحٌ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ

উল্লুওঅন্ কাবীর-। ৪৪। তুসাব্বিহ্ লাহ্স্ সামা-ওয়া-তুস্ সাব্'উ অল্'আরদ্ব্ অমান্ ফীহিন্; অইম্ মিন্ বহু উর্ধ্বে। (৪৪) সপ্তাকাশ, যমীন ও তাদের মধ্যকার সকল বস্তু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিলা ঘোষণা করে। আর এমন কিছু

شَيْءٌ إِلَّا يَسْبِيحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا *

শাইয়িন্ ইল্লা-ইয়ুসাব্বিহ্ বিহাম্দিহী অলা-কিল্লা-তাফ্কুহূনা তাসবীহাহুম্ ইল্লাহু কা-না হালীমান্ গফূরা-। নেই যা তাঁর প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করে না; তবে তোমরা সেই বর্ণনা বুঝ না, নিশ্চয়ই তিনি সহনশীল, পরম ক্ষমাশীল।

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا

৪৫। অ ইয়া-ক্বুর'তাল্ ক্বুরআ-না জ্বা'আল্না-বাইনাকা অবাইনাল্লাযীনা লা-ইয়ু'মিনূনা বিল্'আ-খিরতি হিজ্বা-বাম্ (৪৫) যখন আপনি কোরআন তেলাওয়াত করেন তখন আমি আপনাকে ও আখেরাতে অবিশ্বাসীদের মধ্যে গোপন পর্দা

مَسْتُورًا ۝۸৬ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا

মাস্তুর-। ৪৬। অ জ্বা'আল্না- 'আলা- ক্বলূবিহিম্ আকিন্নাতান্ আই ইয়াফ্কুহুহু অফী ~ আ-যা-নিহিম্ অক্বুর-; অ ইয়া-রেখে দেই। (৪৬) আমি তাদের মনের ওপর পর্দা দিয়েছি, যেন তারা তা না বুঝে; আর তাদের কর্ণেও বধিরতা। আর আপনি

ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ أَعْلَمْنَا ۝۸৭ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا

যাকরতা রব্বাকা ফিল্ ক্বুরআ-নি অহ্দাহু অল্লাও 'আলা ~ আদ্বা-রিহিম্ নুফূর-। ৪৭। নাহ্নু আ'লামু বিমা-কোরআনে একমাত্র রবের কথা উল্লেখ করলে তারা ঘৃণাভরে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যায়। (৪৭) যখন তারা কান দিয়ে আপনার

يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن

ইয়াস্তামি উনা বিহী ~ ইয় ইয়াস্তামি উনা ইলাইকা অইয় হুম নাজু ওয়া ~ ইয় ইয়াকুলুজ জোয়া-লিমূনা ইন্
কথা শ্রবণ করে, তখন কেন শ্রবণ করে তা আমি জানি। যখন পরামর্শ করে চলে যায় তখন জালিমরা বলে, তোমরা তো

تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْكُورًا ۖ أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا

তাত্তাবি উনা ইল্লা-রজু লাম মাসহুর-। ৪৮। উন্জুর কাইফা দোয়ারবু লাকাল আমুহা-লা ফাদোয়াল্ল ফালা-
যাদুকরের অনুসরণই করছ। (৪৮) দেখুন, তারা আপনার জন্য কি উপমা সমূহ প্রদান করে, বস্তুতঃ তারা পথভ্রষ্ট, সূতরাং

يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۖ وَقَالُوا ءِذَا كُنَّا عِظَمًا وَرَفَاتًا ءِ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ

ইয়াস্তাত্তাবী উনা সাবীলা-। ৪৯। অ কু-লু ~ আ ইয়া-কুন্না-ই জোয়া মাও অ রুফা-তান আইল্লা-লা মাবু উছূনা
তারা পথ পাবে না। (৪৯) আর তারা বলে, আমরা অস্তিত্বে পরিণত ও চূর্ণ বিচূর্ণ হওয়ার পর কি নতুন সৃষ্টিরূপে আবার

خَلَقًا جَدِيدًا ۖ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۖ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي

খল্কুন জাদীদা-। ৫০। কু-লু কুন্ হিজা-রতান আও হাদীদা-। ৫১। আও খল্কুম মিম্মা-ইয়াকবুরু ফী
সৃজিত হয়ে উঠবে? (৫০) বলুন, তোমরা হয়ে যাও পাথর অথবা লোহা। (৫১) অথবা এমন কোন সৃষ্ট বস্তু যা তোমাদের

صَدْرٍ وَرُكْمٍ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يَعْبُدُ نَارًا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ

ছদুরিকুম ফাসাইয়াকুলূনা মাইয়ু সিন্দুনা- কু লিল্লাযী ফাত্বোরাকুম আউঅলা মারুরতিন্
ধারণায় কঠিন; তখন তারা বলবে, কে আমাদের পুনঃ উঠাবে? বলুন, তিনিই, যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি

فَسَيَنْغِضُونَ إِلَيْكَ رءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ۖ

ফাসাইয়ুন্গিছূনা ইলাইকা রুয়ুসাহুম অইয়াকুলূনা মাতা-হুয়া; কু-লু আসা ~ আই ইয়াকুনা কুরীবা-।
করেছেন, অতঃপর তারা মাথা নাড়িয়ে আপনার সম্মুখে বলবে তা কখন আসবে? বলুন, সম্ভবত তা খুব শীঘ্রই আসবে।

يَوْمَ آيَٰتُ عُرْكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْلَةٍ ۖ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَقُلْ

৫২। ইয়াওমা ইয়াদু উরুকুম ফাতাস্তাজীবূনা বিহামদিহী অতাজুন্না ইল্লাবিছূতুম ইল্লা-কুলীলা-। ৫৩। অ কু লু
(৫২) সেদিন তোমাদেরকে ডাকলে তোমরা সপ্রশংস সাড়া দিবে, এবং তোমরা মনে করবে যেন অল্প সময়ই ছিলে। ৫৩। আমার

لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ ۖ إِنَّ الشَّيْطَانَ

লি ইবা-দী ইয়াকুলু লাতী হিয়া আহসান্; ইল্লাশ শাইতোয়া-না ইয়ান্যাও বাইনাহুম ইল্লাশ শাইতোয়া-না
বান্দাদেরকে বলুন, তারা যেন উত্তম কথা বলে। নিঃসন্দেহে শয়তান তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য উচ্চারণ দিয়ে

আয়াত-৪৭ : পয়গাম্বরের মানবিক বৈশিষ্ট্য হতে মুক্ত নন। তাঁরা যেমন রোগাক্রান্ত হতে পারেন, তেমনি তাঁদের উপর যাদুর ক্রিয়াও সম্ভবপর।
কেননা, যাদুর ক্রিয়াও বিশেষ স্বভাবগত কারণে জ্বিন ইত্যাদির প্রভাবে হয়ে থাকে। হাদীসে আছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর উপরও যাদুর
ক্রিয়া হয়েছিল। শেষ আয়াতে কাফেররা তাঁকে যাদুগ্রস্ত বলেছে এবং কোরআন তা খণ্ডন করেছে। অতএব, যাদুর হাদীসটি এই আয়াতের খেলাপ
নয়। তবে কাফেররা এখানে যাদুগ্রস্ত ঘরা পাগল হওয়ায়কে বুঝতে চেয়েছে। তাই কোরআন একে অস্বীকার করেছে। (মাঃ কোঃ)
আয়াত-৪৯ : হে হাবীব! তারা আপনাকে যাদুগ্রস্ত, পাগল, কবি, গণক ইত্যাদি পদবীতে ভূষিত করা যেমন আশ্চর্যের বিষয় ছিল তার চেয়ে অধিক
আশ্চর্যের বিষয় হল উক্ত অপবাদগুলো প্রমাণের জন্য তাদের বার্ষ প্রচেষ্টা। (মাঃ কোঃ)

كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝ رَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ إِيَّاهُ لَأُنْشِطُ ۝

কা-না লিল্‌ইনসা-নি 'আদুওঅম্ মুবীনা-। ৫৪। রব্বুকুম্ আ'লামু বিকুম্ ইইয়াশা" ইয়াবহামুকুম্ আও ইইয়াশা" থাকে। শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। (৫৪) রব তোমাদেরকে ভালভাবে জানেন, তিনি ইচ্ছা করলে দয়া অথবা শাস্তি

يَعْنِي بِكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۝ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنِ فِي السَّمَوَاتِ

ইয়'আযযিবুকুম্ অমা — আর্সাল্‌না-কা 'আলাইহিম্ অকীলা-। ৫৫। অরব্বুকা আ'লামু বিমান্ ফিস্ সামা-ওয়া-তি দিতে পারেন। আর আমি আপনাকে তাদের যিহাদার করে পাঠাই নি। (৫৫) আকাশ ও যমীনের সকলের ব্যাপারে আপনার রবই

وَالْأَرْضِ ۖ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۝

অল্‌আরুদ্ব; অলাকুদ ফায্‌ল্লায়াল্‌না-বা'দোয়ান্ নাবিয়ীনা 'আলা-বা'দ্বিও অআ-তাইনা-দা-যুদা যাবুর-। ভাল জানেন। আর আমি নবীদের একজনকে অন্য জনের ওপর মর্যাদা প্রদান করেছি, দাউদকে যাবুর প্রদান করেছি।

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا

৫৬। কুলিদ্ 'উ ল্লাযীনা যা'আম্‌তুম্ মিন্ দুনীহী ফালা-ইয়াম্লিকূনা কাশ্‌ফাদ্‌ দ্বুরি 'আনুকুম্ অলা- (৫৬) বলুন, তাঁকে ছাড়া যাদের দাবি তোমরা কর, তাদেরকে আহ্বান কর। তারা না তোমাদের দুঃখ দূর করে আর না পরিবর্তন

تَكْوِيلًا ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ

তাহুওয়ীলা-। ৫৭। উলা — যিকা ল্লাযীনা ইয়াদ্‌'উনা ইয়াব্‌তাগূনা ইলা-রব্বিহিমুল্ অসীলাতা আইয়্যাহুম্ করে। (৫৭) তারা যাদেরকে আহ্বান করে, তাই তাহাদের রবের কাছে উপায় তালাশ করে যে, তাদের মধ্যে কে অধিক,

أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ۝

আক্ব রাবু অ ইয়াব্‌জূনা রহ্মাতাহু অ ইয়াখ্‌-ফূনা 'আযা-বাহ; ইন্না 'আযা-বা রব্বিকা কা-না মাহ্‌যূরা-। নৈকট্য লাভ করতে পারে এবং তাঁর দয়া কামনা করে, তাঁর শাস্তির ভয় করে, নিশ্চয়ই আপনার রবের শাস্তি ভয়াবহ।

وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ أَوْ مَعَهَا ۚ وَإِنَّا

৫৮। অ ইম্মিন্ ক্বরইয়াতিন্ ইল্লা-নাহু মুহ্লিকূহা- ক্বলা ইয়াওমিল্ ক্বিয়া-মাতি আও মু'আযযিবূহা- 'আযা-বান্ (৫৮) আর এমন কোন জনপদ যে জনপদকে কিয়ামতের পূর্বে ধ্বংস করা হবে না অথবা কঠিন শাস্তি প্রদান করা

شِدِيدٌ ۖ إِنْ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۝ وَمَا مَنَعْنَا أَنْ نَرْسِلَ بِالْآيَاتِ

শাদীদা-; কা-না যা-লিকা ফিল্ কিতা-বি মাস্‌তূর-। ৫৯। অমা-মানা'আনা ~ আন নুরসিলা বিল্‌আ-ইয়া-তি হবে না। কিতাবে তা-ই লিখিত আছে। (৫৯) আর বিষয়টি কেবল আমাদের নিদর্শন পাঠানো হতে বিরত রেখেছিল যে

إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأُولُونَ ۖ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ۝

ইল্লা ~ আন কায্‌যাবা বিহাল্ আউওয়ালুন; অআ-তাইনা- হামূদা-ন্না-কুতা মুব্‌ছিরতান্ ফাজোয়ালামূ বিহা-; পূর্ববর্তী লোকেরা সে নিদর্শনসমূহকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। হামূদকে শিক্ষাপ্রদ উদ্ভী প্রদান করেছি, কিন্তু তারা তার প্রতি

وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ۝ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَادٌ بِالنَّاسِ ۝

অমা- নুরসিলু বিল্‌আ-ইয়া-তি ইল্লা-তাখওয়াফা-। ৬০। অইয্ কুলনা- লাকা ইল্লা রব্বাকা আহা-ত্বোয়া বিন্না-স্; জুলুম করল। ভীতির জন্যই নিদর্শন পাঠাই। (৬০) স্মরণ করুন, আমি যখন আপনাকে বললাম রব মানুষকে বেটন

وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ ۝

অমাজ্জা'আল্‌নার রু'ইয়াল্লাতী ~ আরইনা-কা ইল্লা-ফিতনাভাল্ লিন্না-সি অশ্শাজ্জারাতাল্ মাল্ 'উনাতা করে আছেন। যে দৃশ্য আমি আপনাকে দেখিয়েছি তা এবং কোরআনে অভিশপ্ত গাছটি শুধু মানুষের পরীক্ষার জন্য।

فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ ۖ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ۝ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكَةِ

ফিল্ কুরআ-ন্সু অনুখওয়্যুহুম্ ফামা-ইয়্যাদুহুম্ ইল্লা-তুগ্‌ইয়া-নান্ কাবীর-। ৬১। অইয্ কুলনা-লিল্মালা — যিকাতিস্ আমি তাদেরকে ভয় দেখাই, কিন্তুএতে তাদের অবাধ্যতাই বৃদ্ধি পায়। (৬১) যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম,

اسْجُدْ وَاقْبَلْ ۖ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ قَالَ أَسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتُ طِينًا ۝

জুদু লিআ-দামা ফাসাজ্জাদু ~ ইল্লা ~ ইবলীস্; ক্ব-লা আ আস্জুদু লিমান্ খলাক্ তা ত্বীনা-। আদমকে সেজদা কর, তখন সকলেই সিজদা করল ইবলীস ছাড়া। সে বলল, আমি কি তাকে সিজদা করব যে মাটি হতে তৈরি।

قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْت عَلَىٰ نَجِسٍ أَخَرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ ۝

৬২। ক্ব-লা আরইতাকা হা-যাল্লাযী কাররমতা 'আলাইয়্যা লায়িন্ আখ্‌খরতানি ইলা-ইয়াওমিল্ কিয়্যামতি (৬২) সে বলল, যাকে আপনি আমার ওপর মর্যাদা প্রদান করলেন; যদি কেয়ামত পর্যন্ত আমাকে অবকাশ প্রদান করেন, তবে আমি

لَا حَتِّكَ ذَرِيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ۝ قَالَ أَذْهَبُ فَمِنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ

লাআহতানিকান্না যুররিয়্যা তাহু ~ ইল্লা-ক্বলীলা-। ৬৩। ক্ব-লায্ হাব্ ফামান্ তাবি'আকা মিন্‌হুম্ ফাইল্লা জাহান্নামা তার সকল সন্তানকে আমার আয়ত্বে নিয়ে আসব কয়েকজন ছাড়া। (৬৩) বললেন, যাও! যারা তোমার আনুগত্য করবে,

جَزَاءُ وَكَرْجَاءٍ مُّوَفُّورًا ۖ وَاسْتَغْفِرْ لِمَنْ أَسْأَفْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ

জ্জাযা — যুফুয্ জ্জাযা — যাম্ মাওফুর-। ৬৪। অস্তাফযিয্ মানিস্ তাত্বোয়া'তা মিন্‌হুম্ বিছোয়াওতিকা অ আজ্জু লিব্ জাহান্নামই তোমাদের পূর্ণ প্রাপ্য। (৬৪) আর তাদের মধ্যে যাকে পার বিভ্রান্ত কর। তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক

عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا

'আলাইহিম্ বিখইলিকা অরজ্জিলিকা অশা-রিক্‌হুম্ ফিল্ আম্ওয়া-লি অল্‌আওলা-দি অ'ইদহুম্; অমা-বাহিনী দ্বারা তাদেরকে আক্রমণ কর। তাদের সম্পদে ও সন্তান সন্ততিতে শরীক হয়ে যাও এবং তাদেরকে ওয়াদা দাও।

আয়াত-৬২ : আলাহ তা'আলার আদেশ অমান্য করে হযরত আদমকে (আঃ) সিজদা না করার কারণে আলাহ তা'আলা কর্তৃক শয়তান অভিশপ্ত ও বিদূরিত হয়। ফলে পাপিষ্ঠ ইবলিস দীর্ঘায়িত হয়ে হযরত আদমের বংশধর মানব-জাতিকে বিভ্রান্ত, বিপদগামী করার জন্য আলাহ তা'আলার নিকট যে অবকাশ ও শক্তি প্রার্থনা করেছিল, এ আয়াতে তারই অভ্যাস প্রদান করা হয়েছে।

আয়াত-৬৩ : আলাহ তা'আলা এখান থেকে আবার তওহীদের প্রমাণাদির বর্ণনা শুরু করছেন। মুশরিকদের অসদাচরণ সত্ত্বেও আলাহর দয়া-দানসমূহ এটাই প্রমাণ করছে যে, আলাহই মানুষের কার্যনির্বাহক এবং তাঁর কার্য-সম্পাদন তখনই প্রমাণিত হয় যখন মানুষ অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত ও

يَعِدُّ هُمَ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۝ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكُفَىٰ

ইয়া ইদুহুমশ শাইত্বোয়া-নু ইল্লা-গুরুর-। ৬৫। ইল্লা ইবা-দী লাইসা লাকা 'আলাইহিম সুলত্বোয়া-নু; অ কাফা-
আর শয়তানের দেয়া ওয়াদা ছিলনা মাত্র। (৬৫) নিশ্চয়ই আমার বান্দাদের ওপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই। তাদের

بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۝ رَبُّكَ الَّذِي يُزْجِي لَكَ الْفَلَكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ

বিরবিবকা অকীলা-। ৬৬। রব্বুকুমু ল্লাযী ইযুজ্জী লাকুমুল ফুল্কা ফিল্ বাহরি লিতাবতাগু মিন্
রব-ই যথেষ্ট কার্যনির্বাহক। (৬৬) তোমাদের রব তো তিনি যিনি সাগরে তোমাদের জন্য নৌযান পরিচালনা করেন, যেন

فَضْلِهِ ۖ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مِنْ

ফাদুলিহ; ইল্লাহু কা-না বিকুম রহীমা-। ৬৭। অ ইয়া-মাসসাকুমুদু দ্ব-বরু ফিল্ বাহরি দ্বোয়াল্লা মান্
অনুগ্রহ খুঁজতে পার। তিনি তোমাদের প্রতি দয়ালু। (৬৭) যখন সাগরে বিপদে পড়, তখন তিনি ছাড়া অন্য যাদেরকে

تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَهَا نْجِيكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ۖ وَكَانَ الْإِنْسَانُ

তাদ্'উনা ইল্লা ~ ইয়্যা-হু ফালাম্মা-নাজ্জা-কুম ইলাল্ বাররি আ'রদতুম্ অকা-নাল্ ইনসা-নু
আহ্বান কর তারা সবই অন্তর্হিত হয়। যখন তিনি স্থলের দিকে মুক্তি দেন, তখন তোমরা পুনরায় বিমুখ হও। মানুষ খুবই

كَفُورًا ۝ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا

কাফুর-। ৬৮। আফাআমিন্তুম্ আই ইয়াখসিফা বিকুম জা-নিবাল্ বাররি আও ইয়ুরসিলা 'আলাইকুম্ হা-ছিবান্
অকৃতজ্ঞ। (৬৮) তোমরা কি নিশ্চিত যে, তিনি তোমাদেরকে স্থলে প্রোথিত করবেন না, তোমাদের প্রতি কংকর বর্ষাবেন

ثُمَّ لَا تَجِدُ الْكَرَّ وَكِيلًا ۝ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَ كُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ

ছুম্মা লা-তাজ্জিদু লাকুম্ অকীলা-। ৬৯। আম্ আমিন্তুম্ আই ইয়ু'ঈদাকুম্ ফীহি তা-রতান্ উখর-
না? পরে তোমরা নিজেদের জন্য কার্য নির্বাহক পাবে না; (৬৯) অথবা তোমরা কি নিশ্চিত যে, তিনি সেথায় পুনঃ প্রত্যাবর্তন

فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيَغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ۖ ثُمَّ لَا تَجِدُ

ফা ইয়ুরসিলা 'আলাইকুম্ কু-ছিফাম্ মিনার্ রীহি ফাইয়ুগরিক্কুম্ বিমা-কাফারতুম্ ছুম্মা লা-তাজ্জিদু
করাবেন না, আর তোমাদের উপর প্রবল বায়ু প্রেরণ করে কুফরীর কারণে ডুবাবেন না? পরে তোমরা এ বিষয়ে আমার

لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ۝ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

লাকুম্ 'আলাইনা- বিহী তাবী'আ-। ৭০। অ লাকুম্ কাররাম্মা-বানী ~ আ-দামা অহামল্না-হুম্ ফিল্ বাররি অল্বাহরি
বিরুদ্ধে কোন সাহায্যকারী পাবে না। (৭০) নিশ্চয়ই আমি বনী আদমকে মর্যাদা দিয়েছি। এবং তাদেরকে স্থলে ও সাগরে

অসহায় হয়ে পড়ে। এরই বিবরণে বলা হচ্ছে, আরবের লোকেরা সাধারণতঃ সমুদ্রগর্ভে অথবা ভূ-পৃষ্ঠে অভিযান চালায়। সমুদ্র অভিযানে তোমাদের
নৌযান ঘূর্ণিবর্তায় পতিত হলে তোমরা যেসব গায়কন্যাকে পূজিতে তাদের কেউই থাকে না। বাস্তবে তাদের কোন সাহায্যই তোমাদের কাছে
পৌঁছে না। তখন তোমাদের যে মনোভাব হয় তাতে প্রতীয়মান হয় যে শিরকের অসারতা ও বাতুলতা তোমাদের অন্তরে স্থান পেয়েছে এবং আল্লাহ
ছাড়া অন্য কেউই রক্ষাকারী নেই বলে মনে কর। তা সত্ত্বেও বিপদ হতে রক্ষা পাওয়ার পর আবার শিরকে লিপ্ত হও আল্লাহ তা'আলা এর ওপর
সতর্কবাণী জ্ঞাপনপূর্বক বলেছেন, "তবে তোমরা কি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ওপর অন্য কোন গণ্য প্রেরণ করতে
পারবেন না অথবা তোমাদেরকে যমীনে ধসিয়ে ফেলতে পারবেন না বা তোমাদের ওপর আকাশ হতে পাথর নিক্ষেপ করতে পারবেন না?"

وَرَزَقْنَهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝۹۱ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ

অ রযাক্ না-হুম্ মিনাতু, ত্বোয়াইয়্যাবা-তি অফাদ্ হোয়াল্লা-হুম্ 'আলা-কাহীরিম্ মিম্মান্ খলাক্ না-তাফ্ দ্বীলা-। ৭১। ইয়াওমা নাদ্ উ চলাচলের জন্য বাহন দিয়েছি, উত্তম রিযিক দিয়েছি। আমার অনেক সৃষ্টির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। (৭১) সেদিন প্রত্যেককে

كُلِّ أَنْسٍ يٰۤاَيُّهَا مِمِّهِمْ فَمَنْ أَوْتِيْ كِتٰبَهُ يَمِيْنِهٖ فَا وَلَيْكَ يٰقْرَءُ وَن كِتٰبَهُمْ

কুল্লা অনা-সিম্ বিইমা- মিহিম্ ফামান্ উতিয়া কিতা-বাহু বিইয়ামীনীহী ফাউলা — যিকা ইয়াক্ রযূনা কিতা-বাহুম্ তাদের নেতাসহ আশ্রান করব, যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, তারা স্ব-স্ব আমলনামা পড়বে, তারা সামান্য

وَلَا يَظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ۝۹۲ وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهِۦ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ

অলা-ইয়ুজ্লামূনা ফাতীলা-। ৭২। অমান্ কা-না ফী হা-যিহী ~ আ'মা-ফাহু অ ফিল্ আ-খিরতি আ'মা-অআহোয়াল্লু পরিমাণও অত্যাচারিত হবে না। (৭২) আর যে ব্যক্তি ইহকালে অন্ধ হবে, সে ব্যক্তি পরকালেও অন্ধ হবে এবং পথভ্রষ্ট

سَبِيْلًا ۝۹۳ وَ اِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْكَ عَنِ الَّذِىْٓ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ لِتُفْتَرٰى عَلَيْنَا

সাবীলা-। ৭৩। অইন্ কা-দূ লা ইয়াফতিনূকা 'আনিল্লাযী ~ আওহাইনা ~ ইলাইকা লিতাফতরিয়া 'আলাইনা- হবে। (৭৩) এরা তো আপনাকে পদস্থলন ঘটানোর চেষ্টা করেছে তা থেকে, যে অহী আমি দিলাম আপনাকে যেন

غِيْرَةً ۝۹۴ وَاِذَا لَا تَخْذُ وَكَ خَلِيْلًا ۝۹৫ وَلَوْ لَا اَنْ تَبْتَئَكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكٰى

গইরাহু অইয়াল্ লাভাখযূকা খলীলা-। ৭৪। অলাওলা ~ আন্ ছাব্বাতনা-কা লাকুদ্ কিততা তারকানু আপনি মিথ্যা আরোপ করেন, তখন তারা আপনাকে বন্ধু পেত। (৭৪) আমি দৃঢ় না রাখলে আপনি তাদের দিকে

اَلِيْهِمْ شَيْئًا قَلِيْلًا ۝۹৬ اِذَا لَا ذَنْبَكَ ضَعْفَ الْحَيٰوةِ وَضَعْفَ الْمَمٰتِ ثَمَر

ইলাইহিম্ শাইয়ান্ কুলীলা-। ৭৫। ইয়াল্লা আযাক্ না-কা দ্বি'ফাল্ হা ইয়া-তি অদ্বি'ফাল্ মামা-তি ছুমা কিছুটা ঝুঁকে পড়তেন; (৭৫) যদি এমন হত, তবে আমি আপনাকে ইহ- পরকালে দ্বিগুন শান্তি ভোগ করাতাম, তখন আমার

لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا ۝۹৭ وَ اِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفْرِزُوْكَ مِنَ الْاَرْضِ لَيُخْرِجُوْكَ

লা-তাজ্জিদু লাকা 'আলাইনা-নাছীরা-। ৭৬। অইন্ কা-দূ লাইয়াস্ তাফিযযূনাকা মিনাল্ আরডি লিইয়ুখরিজু কা বিরুদ্ধে কোন সাহায্যকারী পেতে না। (৭৬) তারা তো চেয়েছে আপনাকে দেশ হতে বের করতে। আর যদি এরূপ ঘটাই যেতো

مِنْهَا وَاِذَا لَا يَلْبَثُوْنَ خَلْفَكَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝۹৮ سَنَةِ ۝۹৯ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رَّسُلِنَا

মিনহা- অ ইয়াল্লা-ইয়াল্ বাছূনা খিলা-ফাকা ইল্লা-কুলীলা-। ৭৭। সুন্নাতা মান্ কুদ্ আক্ সালানা- কুফ্লাকা মির্ রসুলিনা- তবে আপনার পর সেখানে স্বল্পকাল টিকে থাকত। (৭৭) আপনার পূর্বে আমি যত রাসূল প্রেরণ করেছি, এরূপই তাদের

আয়াত-৭১ঃ এখানে ইমাম অর্থ আ'মলনামাও হতে পারে এবং নেতাও হতে পারে। হযরত আলী (রাঃ) ও মুজাহিদ (রাঃ) বলেন, কিয়ামতের দিন প্রত্যেককে তারা নেতার নাম ধরে ডাকা হবে। (মাঃ কোঃ)
আয়াত-৭৬ঃ রাসূলুল্লাহ (ছঃ) যখন মদীনায় হিজরত করলেন, তখন হতে মক্কার কাফেররা একদিনের জন্যও মক্কায় শান্তিতে থাকতে পারেনি। দেড় বছর পর বদরের ময়দানে তাদের সত্তরজন নিহত এবং গোটা শক্তি ছিন্ তিন্ হয়ে যায়। এর পর ওহুদ যুদ্ধের শেষ পরিণতিতে তাদের ভয়-ভীতি চড়াও হয়ে যায় এবং বন্দক যুদ্ধে তাদের মেরুদণ্ডই ভেঙ্গে যায়। অষ্টম হিজরতে রাসূলুল্লাহ (ছঃ) সমগ্র মক্কা মুকাররামা জয় করেন। এ সবই রাসূল (ছঃ)-কে মক্কা হতে মদীনায় হিজরতে বাধ্য করার কুফল। (মাঃ কোঃ)

وَلَا تَجِدُ لِسِنَتِنَا تَحْوِيلًا ۝١٦ أَقِمِ الصَّلَاةَ لَدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ

অলা-তাজ্বিদ লিসুনাতিনা- তাহুওয়ীলা-। ৭৮। অক্বিমিছ্ ছলা-তা লিদুলুকিশ্ শামসি ইলা-গসাকিল্
নিয়ম ছিল, আর আপনি আমার নিয়মের ব্যতিক্রম পাবে না। (৭৮) সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে রাতের অন্ধকার

الَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝١٧ وَمِنَ اللَّيْلِ

লাইলি অক্বুরআ-নাল্ ফাজ্জুর; ইন্না ক্বুরআ-নাল্ ফাজ্জুরি কা-না মাহশূদা-। ৭৯। অমিনাল্ লাইলি
হওয়া পর্যন্ত নামায আদায় করুন এবং ফজরের নামাযও। নিশ্চয়ই ফজরের নামায লক্ষ্যণীয়। (৭৯) আর রাতে তাহাজ্জুদ

فَتَهْجُدُ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ تَعْسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۝١٨ وَقُلْ

ফাতাহাজ্জাদ্ বিহী না-ফিলাতাল্লাকা 'আসা ~ আই ইয়াব'অছাকা রব্বুকা মাক্-মাম্ মাহমূদা-। ৮০। অক্বুর
আদায় করবেন। এটা আপনার জন্য আশা যে, আপনার রব আপনাকে প্রশংসিত স্থানে উন্নীত করবেন। (৮০) আর বলুন,

رَبِّ ادْخُلْنِي مَدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ

রব্বি আদখিলনী মুদখলা ছিদ্কিও অ আখরিজ্জী নী মুখরাজ্জা ছিদ্কিও অজ্জ'আললী মিল
হে আমার রব! আমাকে উত্তমভাবে (মদীনায়) দাখিল করুন এবং উত্তমভাবে (মক্কা হতে) বের করুন। আর আমার জন্য আপনার

لَكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا ۝١٩ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۖ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ

লাদুনকা সুলত্বায়া-নান্ নাহীরা-। ৮১। অক্বুল্ জ্বা — য়াল্ হাক্কু অযাহাক্বাল্ বা-ত্বিল্; ইন্না ল্ বা-ত্বিলা কা-না
নিকট থেকে আর সাহায্যকারী শক্তি প্রদান করুন। (৮১) আর বলুন, সত্য সমাগত, মিথ্যা দূরীভূত। নিশ্চয়ই মিথ্যা তো

زَهُوقًا ۝٢٠ وَنَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَلَا يَزِيدُ

যাহূক্ব-। ৮২। অনুনায্বিল্ মিনাল্ ক্বুরআ-নি মা-হুশ্ শিফা — য়ুও অ রহমাতুল্লিল্ মু'মিনীনা অলা-ইয়াযীদুজ্
দূরীভূত হবেই। (৮২) আর আমি কোরআন এমন সময় অবতীর্ণ করি, যা মু'মিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, আর এটি

الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۝٢١ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأْبِجَاجِيهِ ۖ

জোয়া-লিমীনা ইন্না-খসা-র-। ৮৩। অইয়া ~ আন'আম্না- 'আলাল, ইন্সা-নি আ'রদোয়া অনায়া-বিজ্জা-নিবিহী
জালিমদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। (৮৩) আর আমি যদি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি, তবে সে বিমুখ হয়ে দূরে সরে যায়; আর

وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا ۝٢٢ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۖ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ

অইয়া-মাস্সাহশ্ শাররু কা-না ইয়াযূসা-। ৮৪। ক্বুল্ ক্বুল্লুই ইয়া'মাল্ 'আলা-শা-কিলাতিহ্; ফারব্বুকুম্ আ'লামু
অনিষ্ট স্পর্শ করলে সে হতাশ হয়ে পড়ে। (৮৪) বলুন, প্রত্যেকে আপন আপন প্রকৃতি অনুসারে কাজ করে; তার রব

بِمَنْ هُوَ أَهْلٌ سَبِيلًا ۝٢٣ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي

বিমান হু'আহূদা সাবীলা-। ৮৫। অইয়াস্বালুনকা 'আনির্ রুহ্; ক্বুলির্ রুহ্ মিন্ আম্রি রব্বী
তাকে ভালভাবে জানেন, যে সঠিক পথে চলে। (৮৫) তারা 'রুহ্' সম্বন্ধে আপনাকে প্রশ্ন করে; বলুন, রুহ আমার রবের

وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝ وَلَكِنَّ شَيْئًا لَّكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّا

অমা ~ উতীতুম্ মিনাল্ 'ইল্মি ইল্লা-ক্বলীলা-। ৮৬। অলায়িন্ শি'না-লানায্হাবান্না বিল্লাযী ~
নির্দেশ মাত্র। তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই প্রদান করা হয়েছে। (৮৬) আমি চাইলে আপনার প্রতি অবতারিত অহী

أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثَمَرًا لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۝ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّا

আওহাইনা ~ ইলাইকা ছুমা লা-তাজ্জিদ্ লাকা বিহী 'আলাইনা-অকীলা-। ৮৭। ইল্লা-রহ্মাতাম্ মির্ রব্বিক্; ইল্লা
প্রত্যাহার করতে পারি, এতে আমার বিরুদ্ধে কোন সাহায্যকারী পাবেন না। (৮৭) হাঁ, আপনার রবের অনুগ্রহ থাকলে;

فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۝ قُلْ لِّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ

ফাদ্ লাহু কা-না 'আলাইকা কাবীরা-। ৮৮। কুল্ লায়িনিজ্, তামা 'আতিল্ ইনসু অল্জিনু 'আলা ~ আই
তাঁর বড় রহমত আপনার প্রতি আছে। (৮৮) বলুন, এ কোরআনের অনুরূপ রচনা করে আনার জন্য যদি তোমরা সকল

يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۝

ইয়া'তু বিমিছলি হাযা-ল্ কুরআ-নি লা ইয়া'তুনা বিমিছলিহী অলাও কা-না বা'দুহুম্ লিবা'দিন্ জোয়াহীরা-।
মানুষ ও জিন পুরুষেরকে সাহায্য করেও তথাপি তারা কখনও অনুরূপ কোরআন রচনা করে আনতে সক্ষম হতে পারবে না।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۝ فَأَبَى أَكْثَرُ

৮৯। অ লাকুদ্ ছোয়াররাফনা-লিন্নাসি ফী হা-যাল্ কুরআ-নি মিন্ কুল্লি মাছালিন্ ফাআ-বা ~ আক্ছারুন্
(৮৯) আমি এ কোরআনে মানুষের জন্য সর্বপ্রকার উপমা বর্ণনা করেছি, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই অন্য কিছু স্বীকার

النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ

না-সি ইল্লা-কুফূর-। ৯০। অকু-লু লান্নু'মিনা লাকা হাত্তা-তাফ্জুরা লানা-মিনাল্ আরডি
করেনি কুফরী করা ছাড়া। (৯০) আর তারা বলল, আমরা কখনোই ঈমান আনয়ন করব না মাটি হতে প্রস্রবণ

يَنْبُوعًا ۝ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا

ইয়াম্বু 'আ-। ৯১। আও তাক্বনা লাকা জান্নাতুম্ মিন্ নাখীলিও অ ইনাবিন্ ফাতুফাজ্জু জ্বিরল্ আন্বা-র খিলা-লাহা-
প্রবাহিত করা ছাড়া। (৯১) অথবা খেজুর বা আঙ্গুরের এমন একটি বাগান থাকবে আর তুমি সে বাগানে বহু নহর প্রবাহিত

تُفَجِّرُ ۝ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَ

তাফ্জীর-। ৯২। আও তুস্কি'তোয়াস্ সামা — যা কামা-যা'আমতা 'আলাইনা- কিসাফান্ আও তা'তিয়া বিল্লা-হি অল্
করে দেবে। (৯২) অথবা তোমার বর্ণনানুযায়ী আকাশকে খণ্ড-বিখণ্ড করে আমাদের ওপর ফেলবে কিংবা আল্লাহ ও

শানেনুযুল : আয়াত-৯০ : আবু জাহেল, আবদুল্লাহ ইবনে আবি উমাইয়া, অলীদ, আসওয়াদ ও আবুল বোখতরী প্রমুখ কাফেররা
একদা হযর (ছঃ)-এর দরবারে এসে বলল, 'তুমি নিজ ভাই বেরাদার ও বংশধরের বিরুদ্ধে অনেক কিছু করেছে। আমাদের বড়
জনদেরকে গালিগালাজ এবং উপাস্যদের নানা ভাবে বদনাম করেছে। এখন তা হতে নিবৃত্ত হও। এর বিনিময়ে যদি ধনরত্ন চাও তবে
তোমাকে সর্বাধিক বড় ধনী করে দিব, আর যদি মান-সম্মানের চাও, তবে তোমাকে আমাদের সর্দার করব। আর তুমি যদি এসব
কথোপকথন কোন দুঃস্বপ্নের বশবর্তী হয়ে থাক, তবে আস তোমাকে কোন গুণবস্তুর কাছে নিয়ে যাই, যে তোমাকে মন্ত্র দীক্ষায় সুস্থ

الْمَلِكَةِ قَبِيلًا ۝ أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زَخْرِفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ ۝

মালা — যিকাতি কুবীলা — ৯৩। আও ইয়াকূনা লাকা বাইতুম্ মিন্ যুখরুফিন্ আও তারুফ্- ফিস্ সামা — য়; ফেরেশতাদেরকে সামনে আনবে। (৯৩) অথবা স্বর্ণ নির্মিত কোন ঘর থাকবে, অথবা আকাশে আরোহণ করবে, কিন্তু

وَلَنُؤْمِنَ بِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تَنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُوهُ ۝ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ

অলান্ নু'মিনা লিরুক্ ক্বিয়িকা হাত্তা-তুনাযযিলা 'আলাইনা-কিতা-বান্ নাকু রয়হু; কুল্ সুবহা-না রব্বী হাল্ তোমার আরোহণ করাকেও কখনও বিশ্বাস করবে না, যতক্ষণ না আমাদের জন্য পঠনযোগ্য কিতাব না দাও। বলুন, পবিত্র

كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَ سَوَالٍ ۝ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ

কুনতু ইল্লা-বাশারর রসূলা-। ৯৪। অমা-মানা'আল্লা-সা আই ইয়'মিনু ~ ইয় জ্বা — যাহুমুল্ হুদা ~ আমার রব। আমি একজন মানুষ, একজন রাসূল ছাড়া আর কিছু নই। (৯৪) হেদায়েত আসলে ঈমান হতে লোকদেরকে

إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۝ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ

ইল্লা ~ আন্ কুল-লু ~ আবাহা'আল্লা-হু বাশারর রসূলা-। ৯৫। কুল্ লাও কা-না ফিল্ আরবি মালা — যিকাতুই বিরত রাখে শুধু এ উক্তি, আল্লাহ কি মানুষকে রাসূল করে পাঠালেন? (৯৫) বলুন, ফেরেশতারা যদি নিশ্চিত মনে ভূপৃষ্ঠে

يُمِشُونَ مَطْمَئِنِينَ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِمُ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ۝ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ

ইয়ামশূনা মুতু মায়িনীনা লানাযযালনা-আলাইহিম্ মিনাস্ সামা — যি মালাকার রসূলা-। ৯৬। কুল্ কাফা-বিলা-হি বিচরণ করত তবে আমি আকাশ হতে ফেরেশতাকেই প্রেরণ করতাম রাসূল করে। (৯৬) বলুন, আমার ও তোমাদের

شَهِيدٌ أَيْنَ وَيَنْكُرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۝ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ

শাহীদাম্ বাইনী অবাইনাকুম; ইল্লাহু কা-না বিইবা-দিহী খবীরাম্ বাহীর-। ৯৭। অমাই ইয়াহ্ দিল্লা-হু ফাহুওয়াল্ মাঝে আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট, তিনি বান্দাদেরকে জানেন, দেখেন। (৯৭) আর আল্লাহ যাকে পথ দেখান, সে-ই পথশ্রান্ত হয়।

الْمُهْتَدِ ۝ وَمَنْ يَضِلْ فَلَنَجِدَ لَهُمْ أَوْ لِيَاءٍ مِّنْ دُونِهِ ۝ وَنَكْشُرْ هُمْ يَوْمًا

মুহতাদি অ মাই ইয়ুদলিল্ ফালান্ তাজ্জিদা লাহুম্ আউলিয়া — য়া মিন্ দূনিহু; অ নাহুওরুহুম্ ইয়াওমাল্ আর যাকে তিনি ভ্রষ্ট করেন, তবে আপনি কখনও তাঁকে ছাড়া আর কাকেও তাদের অভিভাবক পাবেন না। আমি কিয়ামতে তাদেরকে

الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وَجْهِهِمْ عَمِيًّا وَبِكَمَا وَصَّاهُمَا وَبِهِمُ جَهَنَّمُ ۝ كَلِمًا خَبِتَ زِدْنَاهُمْ

ক্বিয়া-মাতি 'আলা-উজ্জু'হিহিম্ উম্ইয়াও অবু'কমাও অছুম্মা-; মা'ওয়া-হুম্ জাহান্নাম্; কল্লামা-খবাত্ যিদনা-হুম্ অন্ধ, মুক ও বধির রূপে মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় সমবেত করব। তাদের আবাস জাহান্নাম। যখনই তা সামান্য নিষেজ হবে,

করে তুলবে, তখন হুযুর (হঃ) বললেন, “এসব কিছু তোমাদের কল্পনা মাত্র, আমি বাস্তবে আল্লাহর রাসূল।” এ বলে হুযুর (হঃ) উঠে রওয়ানা দিলে আবদুল্লাহ ইবনে উমাইয়া তাঁর সঙ্গে চলতে চলতে বলল, আচ্ছা, হে মুহাম্মদ (হঃ) তুমি তো আমাদের কোন কথাই রাখলে না, তবে আমি বলি, যে পর্যন্ত তুমি আমার সম্মুখে সোপান যোগে আকাশে না চড় এবং সেখান থেকে চার ফেরেশতা সাক্ষী হিসেবে এবং তোমার নবুওয়তের স্বীকৃতি পূর্ণ একটি কিতাব সঙ্গে করে না আনতে পার ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার কথার ওপর নির্ভর করে তোমাকে কখনও রাসূল মেনে নিব না। অতঃপর হুযুর (হঃ) বিমর্ষ হয়ে চলে আসলে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

سَعِيرًا ۚ ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِمَا كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا ۖ إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَ

সাসি রা- ১৯৮। যা-লিকা জাযা — মুহুম্ব বিআন্বাহুম কাফারু বিআ-ইয়া-তিনা- অক্ব-লু আইযা- কুন্না- ইজোয়া-মাও অ বাড়িয়ে দিব। (৯৮) তা-ই তাদের প্রাপ্য। কেননা, তারা আমার নিদর্শন মানেনি এবং বলেছে, আমাদের অস্থি চূর্ণ-বিচূর্ণ হলেও

رَفَاتًا ۖ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۚ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ

রুফা-তান্ আইন্না লামাব্ উছুনা খল্কান্ জাদীদা-। ৯৯। আওয়ালাম ইয়ারাও আন্বাহা- হান্বাহী খলাক্বস্ কি নতুন সৃষ্টিক্রমে আমরা পুনরুত্থিত হব? (৯৯) তারা কি দেখে না, যে আল্লাহ আকাশ মণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলকে সৃষ্টি করেছেন,

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ

সামা-ওয়া-তি অল্ আরছোয়া ক্ব-দিরন্ 'আলা ~ আই ইয়াখল্ক্ব মিছ্লাহুম অজ্জা 'আলা লাহুম আজ্জালান্বা-রইবা তিনি তদ্রূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম। তিনি তাদের জন্য কাল নির্ধারণ করেছেন, যাতে সামান্যতম সন্দেহেরও অবকাশ নেই।

فِيهِ ۚ فَابْيِ الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ۚ قُلْ لَّوِ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ

ফীহ্ ; ফাআবাজ্ জোয়া-লিমূনা ইল্লা-কুফুর-। ১০০। ক্ব-ল্ লাও আন্বতুম্ তামলিকূনা খাযা — যিনা রহ্মাতি তখাপি জালিমরা কুফুরীতেই লিপ্ত রয়েছে। (১০০) বলুন, তোমরা যদি আমার রবের দয়ার অফুরন্ত ভাণ্ডারের মালিক

رَبِّي إِذَا لَا مَسْكَرَ خَشْيَةِ الْإِنْفَاقِ ۖ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ۚ وَلَقَدْ

রব্বী ~ ইযাল্ লাআম্সাক্বতুম্ খাশ্ ইয়াতাল্ ইনফা-ক্ব; অকা-নাল্ ইনসা-নু ক্বতূর-। ১০১। অ লাক্বদ হতে, তবে ব্যয় হয়ে যাওয়ার ভয়ে তোমরা তা অবশ্যই ধরে রাখতে; আসলে মানুষ অত্যন্ত কৃপণ। (১০১) আর আমি

آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَسُئِلَ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ

আ-তাইনা মুসা- তিস্ 'আ 'আ-ইয়া-তিম্ব বাইয়িনা-তিন্ ফাস্য়াল্ বানী ~ ইস্র — ঈলা ইয্ জা — যাহুম্ ফাক্ব-লা লাহু মুসাকে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন প্রদান করেছিলাম, বনী ইস্রাঈলকে প্রশ্ন করে দেখুন। সে তাদের কাছে আসলে ফেরাউন বলল,

فِرْعَوْنُ إِنِّي لَا ظَنُّكَ يَمُوسَىٰ مَسْكُورًا ۚ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ

ফির্ 'আউন্ ইল্লী লাআজুন্বা কা ইয়া- মুসা- মাস্হুরা-। ১০২। ক্ব-লা লাক্বদ 'আলিম্বতা মা ~ আন্বালা হে মুসা! আমি তো মনে করি নিঃসন্দেহে তোমাকে কেউ যাদু করেছে। (১০২) মুসা বলল, তুমি তো অবশ্যই জান, এ

إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرٌ وَإِنِّي لَا ظَنُّكَ يَفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ۚ

হা ~ উলা — যি ইল্লা-রব্বুস্ সামা-ওয়া- তি অলআরছি বাছোয়া — যিরা আইল্লী লা আজুন্বা ইয়া-ফির্ 'আউন্ মাছ্বুর-। নিদর্শনগুলো আকাশ ও পৃথিবীর রবই প্রমাণরূপে প্রদান করেছেন। হে ফেরাউন! আমার ধারণা, তুমি নিশ্চিত ধ্বংসমুখী।

আয়াত-১০০ঃ অর্থৎ তোমরা যদি আল্লাহর রহমতের ভাণ্ডারেও মালিক হয়ে যাও, তবে তাতেও কৃপণতা করবে, কাকেও দিবে না এই আশংকায় যে, এভাবে দিতে থাকলে ভাণ্ডারই নিঃশেষ হয়ে যাবে। অথচ আল্লাহর রহমতের ভাণ্ডার কখনও নিঃশেষ হয় না। থানভী (রঃ) বলেন, এখানে রহমতের অর্থ হল নবুওয়াত রিসালত এবং ভাণ্ডারের অর্থ নবুওয়াতের উৎকর্ষ সাধন। তা হলে অর্থ দাঁড়ায়, তোমরা কি চাও যে, নবুওয়াতের ব্যবস্থাপনা তোমাদের হাতে অর্পণ করা হোক। যাতে তোমরা ইচ্ছামত নবুওয়াত দান করতে পার। এমতাবস্থায় আগের আয়াতের সাথে এ আয়াতের সামঞ্জস্য এরূপ হবে যে, তোমরা নবুওয়াত ও রিসালতের জন্য যেসব আগাগোড়াহীন অনর্থক দাবি করছ, সেগুলোর সারমর্ম হল, তোমরা আমার নবুওয়াত অস্বীকার করতে চাও। (মাঃ কোঃ)

﴿فَارَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمِنْ مَعَهُ جَمِيعًا﴾

১০৩। ফাআর-দা আই ইয়াস্তাফিয্যাহুম্ মিনাল্ আরদি ফাআগ্রক্ না-হু অমাম্মা'আহু জ্বামী'আ-।
(১০৩) সে (ফেরাউন) তাদেরকে দেশ থেকে বের করতে চাইল; তখন আমি তাকে সংগীসহ (সমুদ্র গর্ভে) ডুবিয়ে দিলাম।

﴿وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ

১০৪। অকুল্লা-মিম্ বা'দিহী লিবানী ~ ইস্র — ঈলাস্ কুনুল্ আরদ্বোয়া ফাইয়া-জ্বা — যা
(১০৪) পরে আমি বনী ইসরাঈলদের বললাম, এ দেশেই বসবাস করতে থাক; পরে আখেরাতের ওয়াদা বাস্তবায়িত

وَعْدَ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا﴾ وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلْ

ওয়া'দুল্ আ-খিরতি জ্বি'না বিকুম্ লাফীফা-। ১০৫। অবিল্ হাক্ ক্বি আনুয়ালনা-হু অবিল্হাক্ ক্বি নাযাল্;
হলে তোমাদের সকলকে গুটিয়ে আনব। (১০৫) আর তা সত্যসহ নাযীল করেছে, সত্যসহই নাযীল হয়েছে; আপনাকে

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ وَقُرْ أَنَا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَ

অমা ~ আরসালনাকা ইল্লা-মুবাশ্শিরা'ও অ নাযীর-। ১০৬। অ কুরআ-নান্ ফারক্ না-হু লিতাক্ রয়াহু
সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি। (১০৬) কোরআনকে খণ্ড খণ্ড করে নাযিল করেছে, যেন মানুষকে

عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكٍّ وَنَزَلْنَاهُ نَزِيلًا﴾ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا

'আলান্না-সি 'আলা-মুক্কি'ও অ নাযুয়ালনা-হু তানুযীলা-। ১০৭। কুল্ আ-মিনূ বিহী ~ আওলা- তু'মিনূ
থেমে থেমে পাঠ করান; আর আমি তা ক্রমশঃ নাযিল করেছে, (১০৭) বলুন, তোমরা এ কোরআনকে বিশ্বাস কর বা না

إِنَّ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ

ইল্লাল্লাযীনা উতুল্ ইল্মা মিন্ ক্বলিহী ~ ইয়া-ইয়ুত্বা- 'আলাইহিম্ ইয়াখিরূনা লিল'আযক্ব-নি
কর; ইতোপূর্বে যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাদের সামনে যখন তা পাঠ করা হত তখন তারা সেজদায় লুটিয়ে

سَجْدًا﴾ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا﴾ وَيَخِرُونَ

সুজ্জাদা-। ১০৮। অ ইয়াকুল্লা সুবহা-না রব্বিনা ~ ইন্ কা-না ওয়া'দু রব্বিনা-লামাফ'উলা-। ১০৯। অইয়াখিরূনা
পড়ত। (১০৮) আর বলে, আমাদের প্রতিপালক পবিত্র। নিঃসন্দেহে আমাদের প্রতিপালকের ওয়াদাই বাস্তব। (১০৯) এবং তারা

لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾ قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ

লিল'আযক্ব-নি ইয়াব্কূনা অইয়াযীদুহুম্ খুশূ 'আ-। ১১০। কুলিদ্ 'উল্লা-হা আওয়িদ্ 'উর রহ্মা-নু;
বৈদে লুটিয়ে পড়ে। এটি তাদের বিনয় বাড়িয়ে দেয়। (১১০) বলুন, তোমরা তাঁকে 'আল্লাহ' বলেই ডাক বা 'রাহমান' বলেই ডাক;

أَيَّامًا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُ بِهِمَا

আইয়া-ম্মা- তাদ্ 'উ ফালাহুল্ আস্মা — যুল্ হুস্না-অলা-তাজু'হার্ বিহলা-তিকা অলা-তুখ-ফিত্ বিহা-
যে নামেই ডাক, সুন্দর নাম তো একমাত্র তাঁরই। আর স্বীয় নামাযে কেরাত উচ্চঃস্বরেও পড়বে না, আবার ক্ষীণ স্বরেও পড়বে না;

وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ

অবতাগি বাইনা যা-লিকা সাবীলা-। ১১১। অক্বুলিল্ হাম্দু লিল্লা-হিল্লাযী লাম্ ইয়াত্তাখিয়্ অলাদাও অ লাম্
মাক্বামাফি পত্না বলখন কর। (১১১) বলুন, সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর, যিনি কোন সন্তান গ্রহন করেন নি, সার্বভৌমত্বে

يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمَلِكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ وَكَبِيرًا ۝

ইয়াকুল্ লাহু শারীকুন ফিল্ মুলকি অলাম্ ইয়াকুল্ লাহু অলিয়্যু মিনাযযুল্লি অকাব্বিরুল্ তাক্বীর-।
তাঁর কোন শরীক নেই তাঁর কোন দুর্বলতা নেই, যার কারণে তাঁর কোন অভিভাবক থাকতে পারে, আর তাঁরই মহত্ব ঘোষণা কর।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
সূরা কাহফ্
মক্কাবতীর্ণ
বিসুমিল্লা-হির রাহুমা-নির রাহীম
পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে
আয়াত : ১১০
রুকু : ১২

۝ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۝

১। আল্হাম্দু লিল্লা-হিল্লাযী ~ আনযালা 'আলা 'আবদিহিল্ কিতা-বা অ লাম্ ইয়াজ্জ'আল্ লাহু 'ইওয়াজ্জা-।
(১) প্রশংসা আল্লাহর, যিনি স্বীম্ব বান্দার প্রতি কিতাব নাযিল করলেন, এবং 'তাতে তিনি কোন বক্রতা রাখেন নি;

۝ قِيمًا لِّبَنِي رَبِّكَ أَشَدَّ ۝ آمِنَ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ

২। ক্বাইয়্যিমাল্ লিইয়ুনযির বা'সান্ শাদীদাম্ মিল্লাদুনছ্ অইয়ুবাশ্ শিরাল্ মু'মিনীনালাযীনা ইয়া'মালুনাছ্
(২) বরং একে সুদৃঢ় করেছেন যেন তাঁর কঠিন আযাবের ভয় প্রদর্শন করে এবং সুসংবাদ দেয় মু'মিনদেরকে, যারা নেক

الصَّالِحِينَ أَنْ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۝ مَا كَثِيرٌ فِيهِ أَرْبَابٌ ۝ وَيَنْزِلُ رَأْيُ

ছোয়া-লিহা-তি আন্না লাহু আজ্জ'রান্ হাসানা-। ৩। মা-কিছীনা ফীহি আবাদা-। ৪। অইয়ুনযিরলাযীনা
আমল করে তাদের জন্য উত্তম পাওনা রয়েছে; (৩) তাতে তারা চিরস্থায়ী হবে; (৪) আর সতর্ক করবে তাদেরকে,

قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۝ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً

ক্ব-লুত্তাখাল্লা-হ্ অলাদা-। ৫। মা-লাহু বিহী মিন্ 'ইল্মিও অলা- লিআ-বা — যিহিম্; কাবুরত্ কালিমাতান্
যারা বলে, 'আল্লাহ পুত্র গ্রহণ করেছেন'। (৫) এটি না তাদের জানা আছে, আর না পিতৃপুরুষের জানাছিল; তাদের

تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۝ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كُنْ بَاءً ۝ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى

তাখরুজু মিন্ আফওয়া-হিহিম্; ইইয়াক্ব লুনা ইল্লা-কাযিবা-। ৬। ফালা'আল্লাকা বা-খি'উন্নাফসাকা 'আলা ~
মুখনিঃসৃত বাক্য কি মারাত্মক! তারা তো কেবল মিথ্যাই বলে থাকে। (৬) সম্ভবতঃ আপনি তাদের পিছনে আপনার নিজের

ফযীলতঃ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাতে অত্র সূরা তেলাওয়াত করছিল আর এমন সময় তাঁর ঘোড়টি ভীষন লাফালাফি শুরু করে দিল। অগত্যা সে উপরের দিকে মাথা তুলে তাকিয়ে দেখল যে, একটি নূরের আলো। সকালে সে ছয়র (ছঃ) কে বললে তিনি বললেন, তুমি এটি পড়তে থাক, কারণ এটি মন-সান্ত্বনার আলো, যা উক্ত সূরা পড়াতে নাযিল হয়েছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি শুক্রবার রাতে বা দিনে এ সূরা পাঠ করবে তার জন্য তাঁর পাঠের স্থান হতে মক্কা পর্যন্ত একটি আলোক প্রদীপ দেয়া হবে এবং সে শুক্রবার হতে পরবর্তী শুক্রবার পর্যন্ত আরও অধিক তিন দিনের পাপ মাফ করে দেয়া হবে এবং সন্তরজন ফেরেশতা তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে।
শানেমুহুলঃ আয়াত-৫ঃ কাফেরদের এ বিশ্বাসও ছিল যে, শুণিজনেরা গায়েব জানে। এর অস্বীকার পূর্বক আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

اٰثَرِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسْفًا ۝۱ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلٰی الْاَرْضِ

আ-ছা-রিহিম্ ইল্ লাম্ ইয়ু'মিন্ বিহা-যাল্ হাদীছি আসাফা-। ৭। ইনা- জা'আলনা-মা- 'আলাল্ আরদি
জীবনটাই শেষ করবেন যদি তারা এ কথা বিশ্বাস না করে। (৭) যমীনে যা কিছু আছে, আমি তার জন্য শোভা করেছি;

زَيْنَةً لِّهَا لِنَبْلُوْهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۝۲ وَاِنَّا لَجٰعِلُوْنَ مَا عَلَيَّهَا صَعِيْدًا

যীনাভান্নাহা-লিনাবল্‌অল্‌হুম্ আইয়্যাহুম্ আহ্‌সান্ 'আমালা-। ৮। অইন্না-লাজ্জা-ইল্লনা মা-'আলাইহা-ছোয়া'সিদান্
যেন আমি তাদের মাঝে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ তা পরীক্ষা করতে পারি। (৮) আর তার ওপরের সকল বস্তুকে শূন্য ময়দানে

مُجْرَزًا ۝۳ اَحْسِبْتَ اَنْ اَصْحَبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ كَانُوْا مِنْ اٰيَتِنَا عَجَبًا ۝۴

জু-রুযা-। ৯। আম্. হাসিবতা আন্না আছহা-বাল্ কুহফি অররকীমি কা-নু মিন্ আ-ইয়া-তিনা- 'আজ্জাবা-
পরিণত করব। (৯) আপনি কি গুহার অধিবাসী ও রাকীমের অধিবাসীদের আমার বিশ্বয়কর নিদর্শন বলে মনে করেন?

۝۱۰ اِذَاوٰى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَا اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا

১০। ইয্ আওয়াল্ ফিত্‌ইয়াতু ইলাল্ কাহফি ফাকু-লু রব্বানা ~ আ-তিনা-মিল্লাদুনকা রাহ্মাতাও অহাইয়ি' লানা-
(১০) যখন যুবকরা গুহায় গিয়ে বলল, হে আমাদের রব! তোমার থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দাও, আমাদের কার্য যথাযথ

مِّنْ اَمْرِنَا رَشَدًا ۝۱۱ فَضَرْبَنَا عَلٰی اُذُنَيْهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ۝۱২ ثُمَّ

মিন্ আম্রিনা-রশাদা-। ১১। ফাছ্বোয়ারব্বনা-'আলা ~ আ-যা- নিহিম্ ফিল্ কাহফি সিনীনা 'আদাদা-। ১২। ছুমা
হওয়ার ব্যবস্থা কর। (১১) অতঃপর আমি তাদেরকে কয়েক বছর পর্যন্ত গুহায় ঘুমন্ত অবস্থায় রাখলাম। (১২) অতঃপর

بَعَثْنَاهُمْ لِنُعَلِّمَ اٰیَ الْحَزْبِیْنَ اَحْصٰی لِمَا لَبِثُوْا اَمَدًا ۝۱۳ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ

বা'আছনা-হুম্ লিনা'লাম্ আই ইয়ুল্ হিয়্বাইনি আহ্‌ছোয়া-লিমা-লাবিছু ~ আমাদা-। ১৩। নাহ্নু নাকু ছুহু 'আলাইকা
তাদেরকে জাগলাম, যেন জানি যে, দু দলের মধ্যে কে অবস্থানকাল নির্ণয় করতে সমর্থ হয়। (১৩) আপনার কাছে তাদের বর্ণনা

نَبَاهُمْ بِالْحَقِّ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ۝۱৪ وَرَبَطْنَا عَلٰی قُلُوْبِهِمْ

নাবায়াহুম্ বিল্‌হাক্; ইন্নাহুম্ ফিত্‌ইয়াতুন্ আ-মান্ বিরব্বিহিম্ অযিদনা-হুম্ হুদা-। ১৪। অ রবাত্ না- 'আলা-কু-লু বিহিম্
যথাযথ দিচ্ছি; তারা ছিল যুবক, রবের প্রতি বিশ্বাসী, তাদের হেদায়েত বৃদ্ধি করলাম। (১৪) তাদের মন শক্ত করলাম;

اِذْقَامُوْا فَقَالُوْا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نُّدْعُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اِلٰهًا

ইয্ কু-মু ফাকু-লু রব্বুনা-রব্বুস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আরদি লান্ নাহ্ 'উঅ মিন্ দূনিহী ~ ইলা-হাল্
তারা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমাদের রব আসমান যমীনের রব। আর কখন ও তাকে ছাড়া অন্য কোন ইলাহ আস্থান

لَقَدْ قُلْنَا اِذَا شَطَطًا ۝۱৫ هُوَ لَا يَخْذُ مِنْ دُوْنِهٖ اِلٰهَةً لَّا يَاتُوْنَ

লাকুদ কু-লুনা ~ ইয়ান্ শাত্তোয়াত্‌ওয়া-। ১৫। হা ~ উলা —য়ি কুওমুনাত্তাখ্যু মিন্ দূনিহী ~ আ-লিহাহ্; লাওলা- ইয়া'তুনা
করব না, করলে অত্যন্ত গর্হিত হব; (১৫) এরা তো আমাদেরই জাতি, এরা তাকে ছেড়ে বহু ইলাহ বানিয়েছে, কেন তারা

عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍ بَيِّنٍ ۖ فَمِنْ اَظْلَمٍ مِّنْ اِفْتَرٰى عَلٰى اللّٰهِ كَذِبًا ۖ وَاِذْ

‘আলাইহিম্ বিসুল্‌তায়া-নিম্ বাইয়িনি; ফামান্ আজ্‌লাম্ মিস্মানিফ্‌তার- ‘আলাল্লা-হি কাযিবা-। ১৬। অ ইযি”
শ্পষ্ট প্রমাণ আনে না? তবে তার চেয়ে বড় জালিম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যারোপ করে? (১৬) যখন

اَعَزَّلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهُ فَاَوَّٰا۟ اِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ

তাযাল্‌তুমূহুম্ অমা-ইয়া’বুদূনা ইল্লাল্লা-হা ফা’যু ~ ইলাল্ কাহ্‌ফি ইয়ান্‌শুর্ লাকুম্ রব্বুকুম্ মির্
তাদের ও আল্লাহ্ ছাড়া অন্য ইলাহ্ থেকে ভিন্ন হয়েছ। তখন গুহায় আশ্রয় লও, রব তোমাদের জন্য দয়া বিস্তার করবেন

رَحْمَتِهٖ وَيَهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ اَمْرِكُمْ مَرْفَقًا ۖ وَتَرٰى الشَّمْسُ اِذَا طَلَعَتْ تَزُوْرُ

রহ্মাতিহী অ ইয়ুহাইয়ি”য়ে; লাকুম্ মিন্ আমরিকুম্ মির্‌ফাক্-। ১৭। অতারা শ শামসা ইয়া- ত্বোয়ালা’আত্ তাযা-অরু
এবং; তোমাদের জন্য তোমাদের কর্মকে সহায়ক করবেন। (১৭) আর উদয়কালে সূর্যকে তাদের গুহা থেকে ডান দিকে

عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَاِذَا غَرَبَتْ تَقَرَّبُۡتُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي

‘আন্ কাহ্‌ফিহিম্ যা-তাল্ ইয়ামীনি অ ইয়া-গরবাত্ তাক্‌রিদ্ব্‌হুম্ যা-তাশ্ শিমা-লি অহুম্ ফী
হেলতে দেখবে এবং যখন অস্ত যায় তখন তা তাদেরকে বাম দিক দিয়ে অতিক্রম করে, অথচ তারা সে গুহার প্রশস্ত স্থানে

فَجَوَّهَ مِنْهُ ۚ ذٰلِكَ مِنْ اٰیٰتِ اللّٰهِ ۚ مِنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُضِلِّ

ফাজ্‌জু’অতিম্ মিন্‌হু যা-লিকা মিন্ আ-ইয়া-তিল্লা-হ; মাইইয়াহ্‌দিলা-হ ফাহ্‌ওয়াল্ মুহ্‌তাদি অমাই ইয়ুদ্লিল্
থাকে। এটি আল্লাহর নিদর্শন। আল্লাহ্ যাকে হেদায়েত দেন সে-ই হেদায়েত প্রাপ্ত হয়; যাকে তিনি বিপথগামী করেন,

فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مَّرْشِدًا ۖ وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقًا ۙ وَهُمْ رُقُوْدٌ وَنُقَلِّبُهُمْ

ফালান্ তাজ্‌জিদা লাহু অলিয়াম্মুর্‌শিদা-। ১৮। অতাহ্‌সাবুহুম্ আইক্‌-জোয়া’ও অহুম্ রুকুদু’ও অ নুকল্লিবুহুম্
সে তার পথ প্রদর্শক, অভিভাবক পাবেন না; (১৮) তাদেরকে দেখলে জাগ্রত মনে করবেন, অথচ তারা ছিল নিদ্রিত। আর

ذٰتَ الْيَمِيْنِ وَذٰتَ الشِّمَالِ ۖ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ ۖ لَوِ اِطَّلَعَتْ

যা-তাল্ ইয়ামীনি অযা-তাশ্ শিমা-লি অকাল্বুহুম্ বা-সিতুন্‌ যির-‘আইহি বিল্‌অহীদ; লা’ওয়িত্ব্‌ ত্বোয়ালা’তা
তাদেরকে আমি পার্শ্ব পরিবর্তন করাতাম। আর তাদের কুকুরটির সামনের পদদ্বয় গুহার মুখের দিকে প্রসারিত ছিল।

عَلَيْهِمْ لَوَلِيَّتٌ مِّنْهُمْ فِرَارًا ۖ وَلَمَلِئْتُ مِنْهُمْ رَعِبًا ۖ وَكُنْ لَكَ بَعْثُنْهُمْ

‘আলাইহিম্ লাওয়াল্লাইতা মিন্‌হুম্ ফির-র’ও অলামুলি”তা মিন্‌হুম্ রু’বা-। ১৯। অ কাযা-লিকা বা’আহুনা-হুম্
আপনি যদি দেখতেন, তবে পলায়ন করতেন, আর তাদের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হতেন। (১৯) এ’ভাবে জাগালাম যেন তারা পরস্পর

আয়াত-১৭ : সহীহ্ মতানুসারে আস্‌হাবে কাহ্‌ফ বর্তমানে জীবিত নেই। আস্‌হাবে কাহ্‌ফের জাগরণ, শহরে আশ্চর্য ঘটনার জানাজানি এবং বাদশাহ্ বাদুসীসের কাছে পৌঁছে সাক্ষাত করার পর বাদশাহের নিকট হতে তারা বিদায় গ্রহণ করে এবং নিজেদের শয়ন স্থলে গিয়ে শয়ন করে এবং আল্লাহ তা’আলা তখনই তাদের মৃত্যুদান করেন। (তাফঃ মাযঃ, মাঃ কোঃ) আয়াত-১৮ : ইবনে আতিয়া (রঃ) বলেছেন যে, একটি কুকুর যখন সখলোক ও গুণীদের সংসর্গের কারণে কোরআন মজীদের আলোচ্য বিষয় হওয়ায় মর্যাদা লাভ করেছে, তখন অনুমান করা যেতে পারে যে, যে সকল ঈমানদার লোক আল্লাহর ওলী ও সখলোকদের ভালবাসে, তাদের মর্যাদা কতটুকু হবে? এ ঘটনায় তাদের জন্য সাক্ষ্য রয়েছে যারা আমলে কাঁচা অথচ রাসূল (ছঃ)-কে ভালবাসে। (কুরতুবী, মাঃ কোঃ)

لَيْتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالِ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضُ

লিইয়াতাসা — য়াল্ বাইনাহুম্; ক্ব-লা ক্ব — য়িলুম্ মিন্হুম্ কাম্ লাবিছতুম্; ক্ব-ল্ লাবিছনা-ইয়াওমান্ আও বা'দ্বোয়া
জিজ্ঞাসাবাদ করে, তাদের মধ্য হতে একজন বলল, তোমরা কতকাল এখানে ছিলে? বলল, আমরা একদিন বা কিছু সময়।

يَوْمًا قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَاذْعَبُوا أَحَدُكُمْ يَمُرُّ بِكُمْ هُنَا إِلَى

ইয়াওম্; ক্ব-ল্ রব্বুকুম্ আ'লামু বিমা-লাবিছতুম্; ফাব'আছ ~ আহাদাকুম্ বিওয়ারিক্বিকুম্ হা-যিহী ~ ইলাল্
কেউ বলল, তোমাদের রবই তোমাদের অবস্থানকাল সম্পর্কে ভাল জানেন। এখন তোমরা একজনকে এ মুদ্রা দিয়ে নগরে

الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا

মাদীনাতি ফালইয়ান্জুর্ আই ইয়ুহা ~ আয্কা-ত্বোয়া'আ-মান্ ফালইয়া"তিকুম্ বিরিয়্কিম্ মিন্হু অলইয়াতালান্বোয়াফ্ অলা-
প্রেরণ কর; সে যেন যাচাই করে দেখে আমাদের জন্য উত্তম খাদ্য নিয়ে আসে এবং সে যেন সুকৌশলে কাজ করে; আর

يُشِيرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۖ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي

ইয়ুশ্'ইরান্না বিকুম্ আহাদা-। ২০। ইন্নাহুম্ ই'ইয়াজ্হারু 'আলাইকুম্ ইয়ার্জু মুকুম্ আও ইয়ু'ঈ দুকুম্ ফী
কাকেও যেন তোমাদের ব্যাপারে না জানায়। (২০) তোমাদের ব্যাপারে জানলে হত্যা করবে বা মুরতাদ বানাবে, এমন

مَلِيحٍ وَلَكِنْ تَغْلِبُوا إِذَا أَبَدًا ۖ وَكَذَلِكَ أَغْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ

মিল্লাতিহিম্ অলান্ তুফলিহু ~ ইয়ান্ আবাদা-। ২১। অ কাযা-লিকা আ'হারনা-'আলাইহিম্ লিইয়া'লামু ~ আন্না অ'দাল্লা-হি
ঘটলে তোমরা সফল হতে পারবে না। (২১) আর এভাবে তাদেরকে প্রকাশ করলাম যেন তারা বুঝতে পারে যে, আল্লাহর

حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا ۖ إِذِ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا

হাক্ ক্ব'ও অআন্না'সসা-'আতা লা-রইবা ফীহা-ইয ইয়াতানা-যা'উনা বাইনাহুম্ আম্রহুম্ ফাক্ব-লুবনু
প্রতিশ্রুতি সত্য। কেয়ামত সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। তারা যখন পরস্পর বিবাদে লিপ্ত তখন বলল, তাদের ওপর সৌধ নির্মাণ

عَلَيْهِمْ بَنِيانًا ۖ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ

'আলাইহিম্ বুনইয়া-না-; রব্বুহুম্ আ'লামু বিহিম্; ক্ব-লাল্লাযীনা গলাবু 'আলা ~ আম্রিহিম্ লানাতাখিযান্না
করে দাও; তাদের রবই তাদের ব্যাপারে ভাল জানেন; যারা ঐ ব্যাপারে জয়ী হল-বলল, অবশ্যই আমরা তাদের পাশে

عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ۖ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةً رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةً سَادِسُهُمْ

'আলাইহিম্ মাসজিদা-। ২২। সাইয়াক্ব'লূনা ছালা-ছাতুর র-বি'উহুম্ কালবুহুম্ অইয়াক্ব'লূনা খাম্সাতুন সাদিসুহুম্
মসজিদ বানাব। (২২) তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলবে, তারা তিনজন ছিল, চতুর্থ হল তাদের কুকুর; কেউ বলবে, তারা ছিল পাঁচ,

كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ۖ وَيَقُولُونَ سَبْعَةً وَثَاثَةً مِنْهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ

কালবুহুম্ রাজ্জাম্ বিলগইবি অ ইয়াক্ব'লূনা সাব'আতুও অ ছা-মিনুহুম্ কালবুহুম্; ক্ব-র রব্বী ~ আ'লামু
যট হল কুকুর; অদৃশ্যে পাথর নিক্ষেপের মত; কেউ বলবে সাত, অষ্টম হল তাদের কুকুর; বলুন, রবই কেবলমাত্র তাদের সংখ্যা

بَعْدَ تَعْلَمَ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ

বি'ইন্দতিহিম্ মা-ইয়া'লামুহুম্ ইল্লা-কুলীল; ফালা-তুমা-রি ফীহিম্ ইল্লা-মির — যান্ জোয়া-হিরুও অলা-তাস্তাফতি ভাল জানেন, তাদের সংখ্যা অতি কম লোকই জানে। সাধারণ আলোচনা ছাড়া তাদের বিষয়ে তর্ক করবেন না। তাদের

فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۖ وَلَا تَقُولَنَّ لِّشَايٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ۖ إِلَّا أَنْ

ফীহিম্ মিনুহুম্ আহাদা-। ২৩। অলা-তাকু লান্না লিশাইয়িন্ ইন্নী ফা-ইলুন্ যা-লিকা গদা-। ২৪। ইল্লা ~ আই কাউকে প্রশ্নও করবেন না। (২৩) আর কোন ব্যাপারেই বলবেন না যে, 'আমি তা আগামী কাল করব।' (২৪) তবে আল্লাহ

يَشَاءُ ۚ اللَّهُ زَوَّاجُكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي لِأَقْرَبَ

ইয়াশা — যাল্লা-হ্ অযকুর রব্বাকা ইয়া-নাসীতা অকুল্ 'আসা ~ আই ইয়াহুদিয়ানি রব্বী লিআকু রবা ইচ্ছা করলে; ভুলে গেলে আপনার রবকে স্মরণ করে বলুন, সম্ভবত আমার রব আমাকে এর চেয়ে অধিক নিকটতর

مِنْ هَٰذَا ارْشَادًا ۖ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ۖ قُلْ لِلَّهِ

মিন্ হা-যা-রশাদা-। ২৫। অ লাবিছু ফী কাহ্ফিহিম্ ছালা-ছা মিয়াতিন্ সিনীনা অযদা-দু তিস্'আ-। ২৬। কুলিল্লা-হ্ পথ প্রদর্শন করবেন। (২৫) তারা তাদের গুহায় তিনশ' এবং আরও নয় বছর পর্যন্ত অবস্থান করেছিল। (২৬) বলুন, তাদের

أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۚ لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ

আ'লামু বিমা-লাবিছু লাহু গইবুস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আরদু; আব্বিহি বিহী অআসুমি' মা-লাহুম্ মিন্ অবস্থান আল্লাহই সম্যক অবগত, আকাশ ও পৃথিবীর অদৃশ্য জ্ঞান একমাত্র তাঁরই। কত সুন্দর দৃষ্টা ও শ্রোতা! তিনি ছাড়া

دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يَشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ۖ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ

দুনিহী মিন্ ওলি'য় ওলা যিরক্ ফি হুকমিহী ~ আহাদা-। ২৭। অতলু মা ~ উহিয়া ইলাইকা মিন্ তাদের কোন বন্ধু নেই। তিনি কাকেও স্বীয় কর্তৃত্বে অংশীদার বানান না। (২৭) আপনার রবের কিতাবের প্রত্যাদেশ পাঠ করে

كِتَابِ رَبِّكَ ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ ۖ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۖ وَأَصْبِرْ

কিতা-বি রব্বিক্; লা-মুবাঙ্গিলা লিকালিমা-তিহী অলান্ তাঙ্গিদা মিন্-দুনিহী মুল্ তাহাদা-। ২৮। অছবির্ তাদেরকে শ্রবণ করান; তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নেই; তাঁকে ছাড়া কোন আশ্রয় পাবেন না। (২৮) আপনি নিজে

نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدُوَّةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ

নাফসাকা মা'আল্লাযীনা ইয়াদু'উনা রব্বাহুম্ বিল্গদা-তি অল্'আশিয়্য ইয়ুরীদুনা অভু'হাহু অলা-তা'দু তাদের সঙ্গে ধৈর্য সহকারে রাখুন যারা ইবাদত করে নিজেদের রবের; সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সকাল-সন্ধ্যায়; আর পার্থিব

আয়াত-২২ : ছহীহ হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) আসহাবে কাহাফের নাম বর্ণনা করেন- মুকসালমীনা, তামুলীখা, মারতুনুস, সানুনুস, সারিনুতুস, যুনুওয়াস, কাইয়াস্তাতিয়ুস আর অষ্টমটি হল কিতুয়ীর। (মাঃ কোঃ) ২। এ আয়াত হতে প্রতীয়মান হয় যে, বিরোধপূর্ণ ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা হতে বিরত থাকা উচিত। কোন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে জরুরি বিষয়গুলো বর্ণনা করা উচিত। এর পরও কেউ অনাবশ্যক আলোচনায় জড়িয়ে পড়লে, তবে তার সাথে সাধারণ আলোচনা করে বিতর্ক শেষ করা বাঞ্ছনীয়। (মাঃ কোঃ) আয়াত-২৪ : আগামীকে কোন কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে 'ইনশাআল্লাহ' বলা মুস্তাহাব। ইনশাআল্লাহ বলতে ভুলে গেলে, যখন স্মরণ হবে তখনই বলে নিবে। অবশ্য কেবল বরকত লাভ ও গোলামীর স্বীকারোক্তির জন্যই এ বাক্য বলা উদ্দেশ্য কোন শর্তারোপ করা উদ্দেশ্য নয়। (মাঃ কোঃ)

عَيْنِكَ تَرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِيعُ مَنْ أَغْنَيْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا

‘আইনা-কা ‘আনুহুম তুরীদু যীনা তাল্ হাইয়া-তিদু দুইয়া-অলা-তুতি‘মান্ আগ্ ফাল্না-কুল্ বাহু ‘আন্ যিক্ রিনা-
জীবনের শোভা চেয়ে তাদের থেকে দৃষ্টি ফিরাবেন না। যার মনকে আমার স্বরণ থেকে গাফেল করেছে, যে প্রবৃত্তির অনুসরণ

وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطَانًا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ تَفْمِنُ شَاءَ فَلْيُؤْمِرْ مِنْ

অত্তাবা‘আ হাওয়া-হু অ কা-না আমরুহু ফুর্তোয়া-। ২৯। অক্ লিল্ হাক্ ক্ মির রব্বিকুম্ ফামান্ শা — যা ফাল্ ইয়ু‘মিও
করে, যার কার্য সীমার বাইরে তার আনুগত্য করবেন না। (২৯) বলুন, সত্য (দীন) হল তোমার রবের, সুতরাং যার ইচ্ছা

وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ ۖ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا ۖ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ

অমান্ শা — যা ফাল্ ইয়াক্ফুর ইন্না ~ আ‘তাদনা-লিজ্ জোয়া-লিমীনা না-রান্ আহা-জোয়া বিহিম্ সূরা-দিবু হা-; অ ই
বিশ্বাস করুক কিংবা যার ইচ্ছা কুফরী করুক; নিশ্চয়ই আমি জালিমদের জন্য অগ্নি তৈরি করে রেখেছি; যার তাঁবু তাদেরকে

يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ طَبِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ

ইয়াস্তাগীহু ইয়ুগা-ছু বিমা — যিন্ কাল্মুহলি ইয়াশুওয়িল্ উজু হু; বি‘সাশ্ শারা-ব; অসা — যাত্
ঘিরে রাখবে। তারা পানীয় চাইলে গলিত তামার মত পানি দেয়া হবে, যা মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে। কতই না নিকৃষ্ট সে পানীয়!

مَرْتَفَقًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ

মুর্তাফাক্-। ৩০। ইন্নাল্লাযীনা আ-মানু অ‘আমিলুহু ছোয়া-লিহা-তি ইন্না-লা-নুদী‘উ আজ্ র্ রা মান্ আহু সানা
কতই না খারাপ সে আবাস! (৩০) নিঃসন্দেহে যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে তাদের ভাল কাজের প্রতিদান বিনষ্ট

عَمَلًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّتٌ عَنْ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُكَلِّفُونَ فِيهَا

‘আমালা-। ৩১। উলা — যিকা লাহুম্ জান্না-তু ‘আদিনি তাজ্ রী মিন্ তাহ্ তাহিমুল্ আনহা-রু ইয়ুহাল্লাওনা ফীহা-
করি না। (৩১) তাদের জন্য রয়েছে অনন্তকাল বসবাসের উপযোগী জান্নাত যার পাদদেশ দিয়ে স্বর্ণাধারা সদা প্রবাহিত।

مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَكِّينَ

মিন্ আসা-ওয়ির মিন্ যাহাবিও অ ইয়াল্বাস্না ছিয়াবান্ খুদ্রাম্ মিন্ সুন্দুসিও অ ইস্তাবরকিম্ মুত্তাক্বীনা
তাদেরকে সোনার কঙ্কন পরানো হবে এবং পরিধান করবে সবুজ-সুশব ও মোটা রেশমী বস্ত্র। পরে তারা সুসজ্জিত পালঙ্কের

فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۖ نِعْمَ الثَّوَابُ ۖ وَحَسُنَتْ مَرْتَفَقًا ۚ وَأَضْرِبْ لَهمْ مَثَلًا

ফীহা-‘আলাল্ আর — যিক্; নি‘মাছ্ ছাওয়া-ব; অহাসুনাত্ মুর্তাফাক্-। ৩২। অদ্রিব্ লাহুম্ মাছালার
উপর উপবেশন করবে। কতই না সুন্দর প্রতিদান, সুখময়-নিকেতন! (৩২) আর আপনি তাদেরকে দু ব্যক্তির উপমা প্রদান

رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِحُلُمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَقْنَهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا

রাজু লাইনি জা‘আলনা-লিআহাদিহিমা-জান্নাতাইনি মিন্ আ‘না-বিও অ হাফাফ্না-হমা-বিনাখলিও অ জা‘আলনা-বাইনাহমা-
করুন, একজনকে আমি দুটি আঙ্গুর বাগান দিলাম এবং এ দুটিকে খেজুর গাছ দিয়ে বেঁটন করলাম, উভয়ের মাঝে শস্যক্ষেত্রও

زُرْعًا ۝ كَلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اتَتْ اَكْلَهُمَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا ۝ وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا ۝

যাব্'আ-। ৩৩। কিল্'তাল্ জা'ন্নাতাইনি আ-তাত্ উকুলাহা- অ লাম্ তাজলিম্ মিন্‌হু শাইয়াঁও অ ফাজ্জাব্'না-খিলা-নাহুমা-নাহর-।
প্রদান করলাম। (৩৩) উভয় বাগানই ফল প্রদান করল, ত্রুটি করে নি; আর তার ফাঁকে ফাঁকে নহর প্রবাহিত করলাম।

وَكَاٰنَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَاَعَزُّ نَفْرًا ۝

৩৪। অ কা-না লাহ্ হামারুন ফাক্-লা লিছোয়া- হিব্বী অ হুয ইয়ুহা-ওয়িরহু ~ আনা-আকছারু মিনকা মা-লাও অ আ'আযযু নাফর-।
(৩৪) এবং তার আরও বহু সম্পদ ছিল, কথায় কথায় সে তার সঙ্গীকে বলল, তোমার চেয়ে আমি সম্পদশালী ও জনবলে শ্রেষ্ঠ।

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۚ قَالَ مَا أَظُنُّ اَنْ تَبِيدَ هٰذِهِ اَبَدًا ۝ وَمَا

৩৫। অ দাখালা জা'ন্নাতাহু অ হুয জোয়া-লিমুল্ লিনাফসিহী ক্ব-লা মা ~ আজুনু আন্ তাবীদা হা-যিহী ~ আবাদা-। ৩৬। অমা ~
(৩৫) সে জালিম অবস্থায় বাগানে প্রবেশ করে বলল, আমার ধারণা এটি ধ্বংস হবে না। (৩৬) আর আমি কেয়ামত

اَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رَدِدْتُ اِلٰى رَبِّىْ لَاجِدُنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ۝ قَالَ

আজুনু স্ সা'আতা ক্ব — যিমা'তাও অলায়িরু রুদি'তত্ ইলা-রব্বী লাআজিদুন্না খইরম্ মিন্‌হা- মুন্কুলাবা-। ৩৭। ক্ব-লা
হবার ধারণাও করি না, আর যদি আমাকে কখনও রবের কাছে ফিরিয়ে নেয়া হয়ই তবে সেখানে এতদপেক্ষা উত্তম স্থানই পাব। (৩৭) তার বন্ধু

لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اَكَفَرْتَ بِالَّذِى خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْقَةٍ ثُمَّ

লাহু ছোয়া-হিব্বু অ হুয ইয়ুহা-ওয়িরহু ~ আকাফারতা বিল্লাযী খলাকুকা মিন্‌ তুরা-বিন্‌ ছুম্মা মিন্‌ নুত্ব্ ফাতিন্‌ ছুম্মা
তাকে বলল, তাঁকে কি তুমি অস্বীকার করছ যিনি তোমাকে মাটি হতে পরে গুরু হতে সৃষ্টি করেছেন এবং পরে তোমাকে

سَوَّيَكَ رَجُلًا ۝ لَكِنَّا هُوَ اَللّٰهُ رَبِّىْ وَلَا اَشْرَكَ بِرَبِّىْ اَحَدًا ۝ وَلَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ

সাওয়া-কা রাজু লু-। ৩৮। লা-কিন্না হওয়াল্লা-হু রব্বী অলা ~ উশরিকু বিরব্বী ~ আহাদা-। ৩৯। অ লাওলা ~ ইয দাখালতা
মানুষ বানিয়েছেন? (৩৮) কিন্তু আল্লাহই আমার রব, কাকেও আমি রবের সাথে শরীক করি না। (৩৯) আর তুমি উদ্যানে

جَنَّتِكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اَللّٰهُ ۚ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ۚ اِنْ تَرَىٰ اَنَا اَقْلَ مِنْكَ مَالًا وَّ

জা'ন্নাতাকা কুল্'তা মা-শা — যাল্লা-হু লা-কুওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হি ইন্‌ তারনি আনা-আকুল্লা মিনকা মা-লাও ওয়া
প্রবেশ করে কেন বললে না, আল্লাহ যা চান তা-ই হয়ে থাকে, আল্লাহর শক্তিই আসল শক্তি? যদিও আমাকে ধনে-জনে তোমার

وَلَكِنَّا ۝ فَعَسَىٰ رَبِّىْ اَنْ يُّؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنْ

অলাদা-। ৪০। ফা'আসা-রব্বী ~ আই ইয়ু'তিয়ানি খইরম্ মিন্‌ জা'ন্নাতিকা আইয়ুরসিলা 'আলাইহা- হুস্বা-নাম্ মিনাস্
অপেক্ষা কম দেখছ; (৪০) হয়ত আমার রব তোমার উদ্যান অপেক্ষা ভাল কিছু আমাকে দিবেন, আর তাতে আসমানী

আয়াত-৩৯ঃ শুআ'বুল ঈমানে হযরত আনাস (রাঃ)এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেন : কোন পছন্দনীয় বস্তু দেখার পর “মা শা'আল্লাহ লা- হাওলা অলা-কুউঅতা ইল্লা বিল্লাহ” বলে দেয়া কোন বস্তু দেখে এই কলেমা পাঠ করলে তা ‘চোখলাগা’ বা বদ-নয়র হতে নিরাপদ থাকবে। যা হোক, যু'মিন নেক্কার লোকটি তার অকৃতজ্ঞ সঙ্গীকে বলল, সম্পদ তো আল্লাহরই দান। অহংকার ও অকৃতজ্ঞতার জন্য বিপদ আসার আশংকা রয়েছে। আল্লাহ যে কোন সময় তাঁর নেয়া'মত ছিনিয়ে নিতে পারেন। (তাফঃ মাহঃ হাঃ) আয়াত-৪০ঃ অর্থাৎ আসমান থেকে হয়ত অগ্নি বর্ষিত হবে, অথবা আসমান থেকে অন্য কোন বিপদ নাখিল হবে। (মাঃ কোঃ)

السَّيِّئِ فَتَصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا ۝ أَوْ يُصْبِحُ مَا وَهَا غُورًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ۝ وَ

সামা — যি ফাতুহ্বিহা ছোয়া 'দৈদান্ যালাক্-। ৪১। আও ইয়ুছবিহা মা — যুহা-গওরান্ ফালান্ তাসতাত্তী 'আ লাহু ত্বোয়ালাবা-। ৪২। অ
বালা পাঠাবেন, যেন তা উদ্ভিদ শূন্য হয়। (৪১) বা তার পানি অন্তর্হিত হবে, যা চাইতেও পারবে না। (৪২) পরে

أَحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفِّهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا

উইহা ত্বোয়া বিছামারিহী ফাআছবাহা ইয়ুকাল্লিবু কাফ্ফাইহি 'আলা-মা ~ আনফাক্ ফীহা-অ হিয়া খ-ওয়িয়াতুন্ 'আলা-উরুশিহা-
তার সম্পদ বিপর্যয়ে বেষ্টিত হল, তাতে ব্যয়ের জন্য সে আক্ষেপ করল, আর তা মঞ্চ পড়ে রইল; তখন সে বলতে

وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أَشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ۝ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِتْنَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ

অ ইয়াকুল্ ইয়া-লাইতানী লাম্ উশরিক্ বিরব্বী ~ আহাদা-। ৪৩। অলাম্ তাকুল্লাহু ফিয়াতুই ইয়ানছুরু নাহু মিন্ দুনিলা-হি
লাগল্ হায়! যদি আমি রবের শরীক না করতাম! (৪৩) আর তার পক্ষে আল্লাহ ছাড়া কোন সাহায্যকারী দলও ছিল না;

وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ۝ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ ۝ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ۝

অমা-কা-না মুন্তাহির-। ৪৪। হুনালিকাল্ অলা-ইয়াতু লিল্লা-হিল্ হাক্; হুঅ খইরুন্ ছাওয়া-বাও অখইরুন্ উকু-বা-।
যে নিজেও প্রতিকার করতে পারেনি। (৪৪) সেখানে সাহায্য তো একমাত্র আল্লাহরই; পুণ্য ও পরিণাম দানে তিনিই শ্রেষ্ঠ।

وَأَضْرَبَ لَهم مَثَلٌ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتٌ

৪৫। অঘরিব্ লাহম্ মাছালাল্ হা-ইয়া-তিদু দুইয়া-কামা — যিন্ আনযালনা-হু মিনাস্ সামা — যি ফাখতালাত্বোয়া বিহী নাবা-তুল্
(৪৫) আপনি তাদের নিকট পার্থিব উদাহরণ প্রদান করুন, যেমন পানি- যা আমি আকাশ হতে বর্ষণ করি। তা দ্বারা

الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ ۝ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝

আরছি ফাআছবাহা হাশীমান্ তায়রু হুররিয়া-হ; অকা-নাল্লা-হু 'আলা- কুল্লি শাইয়িম্ মুকু-তাদির-।
ভূমির উদ্ভিদ ঘন হয়ে উদ্গত হয়, পরে শুকিয়ে এমন চূর্ণ হয় যে, বাতাস তা উড়িয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ সর্বশক্তিমান।

الْمَالِ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَتُ الصَّالِحَتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا

৪৬। আলমালু অলবান্না যীনাতুল্ হা-ইয়া-তিদু দুইয়া-অল্ বা-কিয়া-তুহু ছোয়া-লিহা-তু খইরুন্ 'ইনদা রব্বিকা ছাওয়া-বাও
(৪৬) ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা, স্থায়ী নেক কাজ আপনার রবের নিকট প্রতিদান প্রাপ্তির দিক দিয়ে

وَخَيْرٌ أَمَلًا ۝ وَيَوْمَ نَسِيرُ الْجِبَالُ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ

অখইরুন্ আমালা-। ৪৭। অ ইয়াওমা নুসাইয়্যিরুল্ জিব্বা-লা অ তারাল্ আরছোয়া বা-রিয়াতাও অ হাশারনা-হুম্ ফালাম্ নুগ-দির
এবং আশার দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ। (৪৭) সেদিন পর্বতকে সঞ্চালিত করব, ভূমিকে উন্মুক্ত দেখব, সকলকে একত্র করব, কাকেও

مِنْهُمْ أَحَدًا ۝ وَعَرْضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ زُ

মিন্হুম্ আহাদা-। ৪৮। অ উরিদু 'আলা-রব্বিকা ছফ্ফা-; লাকুদু জ্বি'তুমূনা কামা-খলাকু না-কুম্ আউয়্যালা মাররাহু
ছাড়াব না। (৪৮) তাদেরকে আপনার রবের নিকট সারিবদ্ধভাবে পেশ করা হবে; আমার কাছে তো আসলে, যেদুপ প্রথমে সৃষ্টি করেছিলাম।

بَلْ زَعَمْتَ اَنْ نَجْعَلَ لَكَ مَوْعِدًا ۝ وَوَضَعَ الْكِتَابَ فَرَرَى الْمَجْرِمِينَ

বাল্ যা'আম্ভুন্ আল্লান্ নাজ্ আল্লা লাকুম্ মাও'ইদা-। ৪৯। অ উদ্দি'আল্ কিতা-বু ফাতারাল্ মুজ্ রিমীনা
অথচ তোমরা মনে করতে যে, প্রতিশ্রুত সময় নির্দিষ্ট করব না! (৪৯) এবং আমলনামা রাখা হবে, আপনি পাপীদেরকে

مَشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُوَيْلَتُنَا مَا لِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يَغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا

মুশফিকীনা মিম্মা-ফীহি অইয়াকুলূনা ইয়া-অইলাতানা-মা-লি হা-যাল্ কিতা-বি লা-ইয়ুগ-দিরু ছোয়াগীর তাঁও অলা-
আতক্কুখ্ত দেখবেন। তারা বলবে, হায় আফসোস আমাদের জন্য! এটি কেমন আমলনামা? এতে ছোট বড় কিছুই তো

كَبِيرَةٌ إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۖ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ۝ وَإِذْ

কাবীর তান্ ইল্লা ~ আহুছোয়া-হা-অওয়াজ্জাদ্ মা- 'আমিল্ হা-দির-; অলা-ইয়াজ্জলিমু রব্বুকা আহাদা-। ৫০। অ ইয
হিসাব ছাড়া নেই! তাদের কৃতকর্ম তারা হাযির পাবে। আপনার রব কারও প্রতি জুলুম করেন না। (৫০) আর যখন

قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدْ وَارْاٰدَ اَفْجَدَ وَاِلَّا اِبْلِيسَ ۖ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ

কুল্লা-লিল্ মালা — যিক্বাতিস্ জুদ্ লিআ-দামা ফাসাজ্জাদ্ ~ ইল্লা ~ ইবলীস; কা-না মিনাল্ জিন্নি ফাফাসাক্ 'আন্
ফেরেশতাদেরকে বললাম, আদমকে সিজদা কর, ইবলীস ছাড়া সবাই সিজদা করল। সে জিন ছিল, সে আমান্য করল তার রবের

اَمْرًا ۖ فَفَسَقَ عَنْ وَاٰتٰهُمُ الْوَحْيَ ۖ وَذَرِيَّتَهُ اَوْلِيَاءَ ۖ مِنْ دُونِىْ وَهَمَّ لَكَرْعًا وَطَبْسًا

আম্রি রব্বিহ; আফাতাতাখিযূনাহু অ যুররিয্যাাতাহু ~ আউলিয়া — যা মিন্ দুনী অহম্ লাকুম্ 'আদূউ-; বি"সা
নির্দেশ; তোমরাও কি আমাকে ছেড়ে তাকে ও তার সন্তানকে বন্ধু বানাবে? অথচ তারা তোমাদের শত্রু। এটা জালিমদের জন্য নিকৃষ্ট

لِلظٰلِمِيْنَ ۖ بَدَلًا ۝ مَا اَشْهَدُ تَهْمُ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَا خَلْقِ اَنْفُسِهِمْ ۖ

লিছোয়া-লিমীনা বাদালা-। ৫১। মা ~ আশ্ হাতুহুম্ খল্কুস্ সামা-ওয়া-তি অল্আর'দি অলা-খল্ক্ আনফুসিহিম্
বিনিময়। (৫১) আসমান-যমীনের সৃষ্টিকালে তাদেরকে আহ্বান করি নি, না তাদের সৃষ্টিকালে; আর আমি এমন নয়

وَمَا كُنْتُ مَتَّخِذَ الْمُضِلِّيْنَ عَصْدًا ۖ وَيُوَاقِفُونَ نَادًى وَاَشْرَكَ اٰمِى الَّذِيْنَ زَعَمْتَ

অমা- কুনতু মুতাখিযাল্ মুদ্বিলীনা 'আব্বাদা-। ৫২। অ ইয়াওমা ইয়াকুলূ না-দূ গুরাকা — যিয়াল্লাযীনা যা'আম্ভুন্
যে ভ্রান্তদেরকে সাহায্যকারী বানাব। (৫২) সেদিন বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে তাদেরকে ডাক;

فَلَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوْا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا ۖ وَرَاَ الْمَجْرِمُونَ النَّارَ

ফাদা 'আওহুম্ ফালাম্ ইয়াস্তাজীবু লাহুম্ অ জ্বা'আল্না-বাইনাহুম্ মাওবিক্-। ৫৩। অরযাল্ মুজ্ রিমূনা ন্না-র
তখন তারা তাদের ডাকবে, কিন্তু তারা সাড়া দিবে না; তাদের মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করব। (৫৩) পাপীরা যখন আগুন দেখবে

টীকা : আয়াত-৫০ : পার্থিব লোভ এবং আখেরাতের প্রতি অমনোযোগীতাই হেদায়াতের অন্তরায়। দুটি কারণেই এ অন্তরায় সৃষ্টি হয়। একঃ ধনেদ্বর্ষ ও এর উপকরণ এবং সন্তান-সন্ততি, যার নেশায় সে এমন বিভোরে হয় যে, সে না আখেরাতের কোন চিন্তা করতে পারে আর না সেখানকার পাথের তৈরির সময় পায়। দুই : শয়তান ও তৎ বংশধররা অথবা তদানুগতানীল মানুষ। তার কু-মন্ত্রণা মানুষের মনে এমন কু-ধারণার সৃষ্টি করে, যা সারাক্ষণই মানুষকে অন্যায় ও পঙ্কিল বিষয়সমূহের দিকে ত্যাগে থাকে। অতঃপর শয়তানের এই কু-মন্ত্রণা চালিত ধ্যান ধারণার উপর কিছুদিন অতিক্রান্ত হলে তা একটি রেওয়াজে পরিণত হয়ে যায় এবং তা বংশানুক্রমে কয়েক পুরুষ পর ধর্ম হিসাবে সন্যস্ত হয়ে যায় যাতে তারা অত্যন্ত সু-শোভিত দীন-দুনিয়ার কল্যাণকর কাজ ভাবে, এমনকি তার পক্ষে আল্লাহর নবীর সাথে পর্যন্ত যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। (বঃ কঃ)

৭
৪
১৯
কুকু

فَظَنُوا أَنَّهُم مَّوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرَفًا ۖ وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ

ফাজোয়ান্ন ~ আন্লাহম্ মুঅ-কিউ'হা-অলাম্ ইয়াজ্জিদু 'আনহা মাহরিফা-। ৫৪। অ লাকুদু ছোয়াররাফনা-ফী হা-যাল্ কুরআ-নি তখন মনে করবে, তাদেরকে তাতে পড়তেই হবে; বাচার পথ পাবে না। (৫৪) আমি এ কুরআনে মানুষের জন্য উপমা

لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۖ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ۖ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ

লিন্না-সি মিন্ কুল্লি মাছাল্; অ কা-নাল্ ইন্সা-নু আক্ছারা শাইয়িন্ জ্বাদালা-। ৫৫। অমা-মানা'আন্লা-সা দ্বারা বর্ণনা করেছি, কিন্তু মানুষ অধিকাংশ বিষয়ে ঝগড়াটে। (৫৫) মানুষকে ঈমান আনা এবং তাদের রবের কাছে ক্ষমা

أَن يُّؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيهِمْ سُنَّةُ الْأُولَىٰ

আই ইয়ু'মিনু ~ ইয়ু জ্বা — যাহুমুল্ হুদা- অ ইয়াস্ তাগফিরু রব্বাহুম্ ইল্লা ~ আন্ তা'তিয়াহুম্ সুন্নাতুল্ আও অলীনা চাওয়া হতে বিরত রাখে কেবল এটি যে, যখন তাদের কাছে হিদায়াত আসে, তখন তাদের সাথেও পূর্ববর্তীদের মত আচরণ

أَوْ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ قَبْلًا ۖ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ

আও ইয়া'তিয়াহুমুল্ 'আযা-বু কু'বুলা-। ৫৬। অমা-নুরসিলুল্ মুরসালাীনা ইল্লা-মুবাশ্শিরীনা অ মুনযিরীনা করুক অথবা তাদের প্রতি সরাসরি আযাব অবতীর্ণ হোক। (৫৬) আমি কেবল রাসূলদেরকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী

وَيَجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا

অ ইয়ুজ্বা-দিলুল্লাযীনা কাফারু বিল্বা-ত্বিলি লিইয়ুদহিহু বিহিল্ হাক্ কু অত্তাখাযু ~ আ-ইয়া-তী অমা ~ রূপেই প্রেরণ করি। সত্যকে ব্যর্থ করার জন্য কাফেররা অযথা বিতর্কে লিপ্ত হয়; অথচ আমার আয়াত ও সতর্কতার বিষয়কে

أَنذَرُوا هُزُوا ۖ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَكَرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا

উন্য়িকু হুযুঅ। ৫৭। অমান্ আজ্লামু মিস্মান্ যুক্কিরু বি আ-ইয়া-তি রব্বিহী ফাআ'রদ্বোয়া 'আনহা-অনাসিয়া মা-তারা বিদ্রপের বিষয় বানিয়েছে। (৫৭) তার চেয়ে বড় জালিম কে থাকে রবের আয়াত স্মরণ করলে সে মুখ ফিরিয়ে নেয়

قَدْ مَتَّيْدُوا ۖ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ وَإِنْ

কাদ্ধামাত্ ইয়াদা-হু; ইল্লা-জ্বা'আলনা- 'আলা-কুলুবিহিম্ আকিন্নাতান্ আই ইয়াফকুহুহু অফী ~ আ-যা-নিহিম্ অকু'র-; অ ইন্ ও কৃতকর্ম ভুলে যায় আমি তাদের মনে আবরণ দিয়ে রেখেছি ও কানে বধিরতা দিয়েছি যেন তা (কোরআন) না বুঝে, আর

تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِلَّا أَلْفًا ۖ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ط لَوْ

তাদ্'উহুম্ ইলাল্ হুদা-ফালাই ইয়াহুতাদু ~ ইযান্ আবাদা-। ৫৮। অ রব্বুকাল্ গফুরু যুররহমাহ্; লাও আপনি যদি তাদের সংপথে আহ্বান করেন, তবে তারা কখনো আসবে না। (৫৮) রব ক্ষমাশীল, দয়ালু, কৃতকর্মের জন্য

يُؤْخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلْ لَهُمُ الْعَذَابُ ط بَلْ لَهُم مَّوْعِدٌ لَّنْ يَجِدُوا مِنْ

ইয়ুঅ খিযুহুম্ বিমা-কাসাবু লা'আজ্জ্বালা লাহুমুল্ 'আযা-ব; বাল্ লাহুম্ মাও'ইদুল্লাই ইয়াজ্জিদু মিন্ পাকড়াও করতে চাইলে শান্তি ত্বরান্বিত করতেন, বরং তাদের জন্য নির্দিষ্ট কাল আছে, যা থেকে তারা কখনও লুকানোর

৮
৬
২০
রুকু

دُونَهُ مَوْئِلًا ۖ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ۚ

দুনিহী মাওয়ীলা- ৫৯। অ তিল্কাল কুর ~ আহ্লাকনা-হুম লাম্মা- জোয়ালামু অজ্জা'আল্না-লিমাহলিকিহিম মাওইদা-।
জায়গা পাবে না। (৫৯) আর জনপদবাসীকে জুলুমের কারণে ধ্বংস করেছি এবং ধ্বংসের জন্য কাল নির্ধারণ করেছি।

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَتْلِهِ لَا أَبْرَحَ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حَقْبًا ۚ

৬০। আইযু ক্ব-লা মুসা-লিফাতা-হু লা ~ আবরহু হাত্তা ~ আবলুগু মাজ্জু'মা'আল বাহরাইনি আও আমুদিয়া হক্ব বা-।
(৬০) আর যখন মুসা যুবককে বলল, দু সমুদ্রের মিলনস্থলে না পৌঁছা পর্যন্ত থামব না, বা যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব।

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۚ فَلَمَّا

৬১। ফালাম্মা-বালাগ মাজ্জু'মা'আ বাইনিহিমা-নাসিয়া-হুতাহুমা- ফাত্তাখাযা সাবীলাহু বিল বাহরি সারাবা-। ৬২। ফালাম্মা-
(৬১) চলতে চলতে উভয়ের মিলনস্থলে পৌঁছলে মাছের কথা ভুল গেল, এবং তা সমুদ্রের সুড়ঙ্গ পথে চলে গেল। (৬২) অতঃপর অহসর

جَاوَزَا قَالَ لِقَتْلِهِ إِتَيْنَا غَدًا نَأْذَنُ لِقَيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا ۚ قَالَ أَرَأَيْتَ

জা-অযা-ক্ব-লা লিফাতা-হু আ-তিনা- গদা — যানা-লাকুদ লাক্বীনা-মিন্ সাফারিনা-হাযা-নাছোয়াবা-। ৬৩। ক্ব-লা আরায়াইতা
হলে মুসা যুবককে বলল, প্রাতঃরাশ আন, আমরা এ সফরে ক্রান্ত হয়ে পড়েছি। (৬৩) সঙ্গী বলল, আপনি কি লক্ষ্য

إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ نَوْمًا أَنَسِينِي إِلَّا الشَّيْطَانُ أَن

ইয আওয়াইনা ~ ইলাহু ছোয়াখরতি ফাইন্নী নাসীতুল হুতা অমা ~ আনসানীহু ইল্লাশ্ শাইত্বোয়া-নু আন্
করেছেন? আমরা যখন পাথরে বিশ্রাম করছিলাম তখন মাছের কথা আমরা ভুলে গিয়েছিলাম, শয়তানই তাদেরকে তা

أَذْكُرُهُ ۖ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ۚ قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّ عَلَىٰ

আযকুরাহু ওয়াত্তাখাযা সাবীলাহু ফিল বাহরি 'আজ্জাবা-। ৬৪। ক্ব-লা যা-লিকা মা-কুন্না- নাব্গি ফারতাদ্দা 'আলা ~
ভুলিয়েছে, মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে পথ ধরে চলে গেল। (৬৪) মুসা বলল, তাই তো চাচ্ছি, তাই তারা পদচিহ্ন

أَثَارِهِمَا قَصَصًا ۖ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعِلْمًا ۚ

আ-হা-রিহিমা কাছোয়াছোয়া-। ৬৫। ফাঅজ্জাদা-'আবদাম্ মিন্ 'ইবা-দিনা ~ আ-তাইনা-হু রহ্মাতাম্ মিন্ 'ইন্দিনা-অ 'আল্লাম্মা-হু মিল
ধার ফিরে চলল। (৬৫) তারপর তারা এক বান্দাহকে পেল, যাকে আমার অনুগ্রহ প্রদান করেছি, আমার পক্ষ হতে তাকে

لَدُنَّا عَلِمًا ۚ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَبِعَكَ عَلَىٰ أَنْ تَعْلِمَ مِمَّا عَلِمْتَ رُشْدًا ۚ

লাদুনা 'ইলুমা-। ৬৬। ক্ব-লা লাহু মুসা- হাল্ আত্তাবি'উকা 'আলা ~ আন্ তু'আল্লিমানি মিম্মা-'উল্লিমতা রুশ্দা-।
শিক্ষা দিয়েছি এক বিশেষ জ্ঞান। (৬৬) মুসা তাকে বলল, আমি কি আপনার অনুগামী হব? তা আমাকে শিখাবেন যা শিখেছেন।

টীকা : ১ আয়াত-৫৮ : হাদীস শরীফ হতে জানা যায় যে, শেষ বিচারের দিন কাফেরকে তার ঈমান ও আ'মল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে সে ঈমান ও নেক আ'মলের দাবি করবে। তার সামনে যখন তার আ'মলনামা ফেরেশতাদের সাক্ষ্য ও লাওহে মাহফুযের লেখা তার দাবির হাযির পেশ করা হবে, তখন সে সব অগ্রাহ্য করবে ও বিতর্ক করবে। পরিশেষে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার দাবি খণ্ডন করবে। (মাঃ কোঃ)
আয়াত-৫৯ : আ'দ ও সামুদ জাতির ধ্বংসাবশেষসমূহ দেখ, তাদের ঘটনা সকলেরই জানা। তাদের বাসস্থান সকলের নিকট পরিচিত। সীমা লংঘনের কারণে একটি নির্দিষ্ট সময়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। তা হতে তোমাদের শিক্ষা নেয়া উচিত। তোমরা যদি রাসূল (ছঃ)-এর বিরোধিতা কর, তবে সেই একই পরিণতি তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। (তাফঃ মাহঃ হাঃ)

﴿٦٩﴾ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۖ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا *

৬৭। কু-লা ইন্নাকা লান্ তাস্তাত্তী 'আ মাই'য়া হোয়াবরা-। ৬৮। অ কাইফা তাহবিরু 'আলা-মা-লাম্ তুহিতু, বিহী খুবরা-।
(৬৭) বলল, আমার সঙ্গে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবে না। (৬৮) আর যা তোমার জ্ঞানায়ত্ত নয় তাতে ধৈর্য ধরবে কিভাবে?

﴿٧٠﴾ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ۖ قَالَ فَإِنِ

৬৯। কু-লা সাতাজ্জিদুনী ~ ইন্ শা — যাল্লা-হু হোয়া-বিরাঁও অলা ~ আ'ছী লাকা আমর-। ৭০। কু-লা ফাইনিত্
(৬৯) মুসা বলল, আল্লাহ চাইলে আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন, আপনার নির্দেশ অমান্য করব না। (৭০) বলল, অনুগমণ

تَبِعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۖ فَانْطَلَقَا

তাবা'তানী ফালা-তাসুয়ালুনী 'আন্ শাইয়িন্ হাত্তা — উহ্দিছা লাকা মিন্হ যিক্র-। ৭১। ফান্ত্বোয়ালাকু-
করলে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করো না, যতক্ষণ না আমি তা বলে দেই। (৭১) অতঃপর তারা উভয়ে চলল, যখন নৌকায়

رَفَعْتَنِي إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَاهَا ۖ قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ

হাত্তা ~ ইয়া-রকিবা-ফিস্ সাফীনাতি খারাক্বাহা-; কু-লা আখারাক্ব তাহা-লিতগুরিকু আহ্লাহা-লাকুদ্ জি'তা
উঠল, সে তা ছিন্ন করে দিল; মুসা বলল, আপনি কি নৌকাটিকে এ জন্য ছিন্ন করলেন যে এর আরোহীদের ডুবিয়ে দিবেন? নিঃসন্দেহে গুরুতর

شَيْئًا ۖ أَمْرًا ۖ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۖ قَالَ لَا تَأْتُونِي

শাইয়ান্ ইমর-। ৭২। কু-লা আলাম্ আক্ব ল্ ইন্নাকা লান্ তাস্তাত্তী 'আ মাই'য়া হোয়াবর-। ৭৩। কু-লা লা-তুওয়া-খিয়নী
অন্যায় কাজ করেছেন। (৭২) বলল, আমি কি বলি নি তুমি আমার সঙ্গে ধৈর্য ধরতে পারবে না? (৭৩) মুসা বলল, ভুলের

بِمَا نَسِيتُ وَلَا تَرَهَقْنِي مِن أَمْرِي عُسْرًا ۖ فَانْطَلَقَا ۖ وَهَتَدَتْهُمَا إِذَا لَقِيَا غُلَامًا

বিমা-নাসীতু অলা- তুরহিক্ব নী মিন্ আমরী 'উসর-। ৭৪। ফান্ত্বোয়ালাকু-হাত্তা ~ ইয়া-লাক্বিয়া-গুলা-মান্
জন্য আমাকে ধরবেন না, আমার ব্যাপারে কঠোর হবেন না। (৭৪) পুনরায় উভয়ে চলতে লাগল, যখন একটি বালকের সঙ্গে

فَقَتَلَهُ ۖ قَالَ أَقْتَلْتُ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا *

ফাক্বতালাহু কু-লা আক্বতাল্ তা নাফসান্ যাকিয়্যাতাম্ বিগইরি নাফস্; লাকুদ্ জি'তা শাইয়ান্ নুকরা-।
সাক্ষাত হয়, তখন সে তাকে হত্যা করে, বলল, নিষ্পাপ একটি জীবনকে হত্যা করলেন, এতো অন্যায় করলেন।

আয়াত-৭১ঃ বর্ণিত আছে যে, হযরত খিযির (আঃ) কুড়াল দিয়ে নৌকার একটি তক্তা বের করে দেন। ফলে নৌকায় পানি ঢুকে নিমজ্জিত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। এ কারণেই মুসা (আঃ) প্রতিবাদ করেন। কিন্তু কোরআনের পূর্বাপর ঘটনা হতে জানা যায় যে, নৌকাটি ভুবে কোন দুর্ঘটনা ঘটে নি। আল্লামা বাগবীর রেওয়াজে মতে এ ভাঙ্গা তক্তার জায়গায় খিযির (আঃ) একটি কাঁচ লাগিয়ে দেন। (বুখারী, মুসলিম, মাঃ কোঃ)

(২) সম্ভবত হযরত ইউশা ইবনে নুনও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু তিনি হযরত মুসা (আঃ)-এর অনুচর হিসেবে ছিলেন, তাই মুখ্যজনের উল্লেখে অনুচরের কথাও উল্লেখ হয়েছে। এটি হতে অনেক বিশারদরা এ মাসআলাও বের করেন যে, ব্যাপক ও সার্বিক বিষয়ে আদিল জনের লক্ষ্য ধরা যায় না, বরং সে ক্ষেত্রে আদেশ দাতার লক্ষ্যই ধরতে হয়।

আয়াত-৭৪ঃ অধিকাংশ তাফসীরকারদের মতে, আলোচ্য আয়াতে যে বালকটিকে খিযির (আঃ) হত্যা করেন সে বালকটি ছিল নাবালেগ। একবার নাজদাহ হাররী ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট পত্র লিখলেন যে, হযরত খিযির (আঃ) নাবালেগ বালককে কিরূপে হত্যা করলেন? ইবনে আব্বাস (রাঃ) উত্তর দিলেনঃ খিযির (আঃ) ওহীর মাধ্যমে আল্লাহর নির্দেশ পেয়ে তা করেছেন। (মাঃ কোঃ)